POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ
وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড 2
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 48
সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 30 শে নভেম্বর, 2017 ১১ রবিউল আওয়াল 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

উহা এইরূপ জনহীন স্টেশন ছিল যে, এখানে বসার জন্য চারপাইও পাওয়া যাইত না এবং সেখানে খাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল না। এই ঘটনায় ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় অংশও পূর্ণ হইয়া গেল। ইহাতে আমি এত আনন্দিত হইলাম যেন এখানে কেহ আমাদিগকে বড় ধরণের নিমন্ত্রণ দিয়াছে এবং যেন আমরা সব ধরণে সুস্বাদু খাদ্য পাইয়া গেলাম।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

৯৪ নং নিদর্শন: একবার আমি লুধিয়ানা হইতে রেল গাড়িতে কাদিয়ানের দিকে যাইতেছিলাম। আমার সহিত খাদেম শেখ হামেদ আলি ও আরো কয়েক ব্যক্তিও ছিলেন। যখন কিছুটা পথ অতিক্রম করিলাম তখন কিছুটা তন্দ্রার মধ্যে আমার নিকট ইলহাম হইল, "অর্ধেক তোমার এবং অর্ধেক আমালিকের'। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে এই কথা প্রোথিত করিয়া দেওয়া হইল যে, ইহা উত্তরাধিকারের অংশ, যাহা কোন উত্তরাধিকারীর মৃত্যুর মাধ্যমে আমি লাভ করিব। ইহা ছাড়া প্রোথিত করিয়া দেওয়া হইল যে, আমালিকের অর্থ আমার চাচাতো ভাই। সে আমার বিরোধিতাও করিত এবং আকৃতিতে লম্বাও ছিল, যেন খোদা আমাকে মূসা এবং তাহাকে মূসার বিরোধী সাব্যস্ত করিলেন। যখন আমি কাদিয়ানে পৌঁছিলাম তখন জানিলাম আমাদের শরীকদের মধ্যে হইতে ইমাম বিবি নামক এক মহিলা যকৃতজনিত দাস্তের দরুন অসুস্থ। বস্তুতঃ সে কয়েক দিন পর মরিয়া গেল। আমরা দুই পক্ষ ছাড়া তাহার কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। এই জন্য তাহার জামির অর্ধেক আমার অংশে আসিল এবং অর্ধেক জমি আমার চাচাতো ভাইদের অংশে গেল। এইভাবে ঐ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া গেল, যাহার পূর্ণ হওয়ার ও বর্ণনার ব্যাপারে একদল লোক সাক্ষী আছে। এতদ্ব্যতীত শেখ হামীদ আলীও ইহার সাক্ষী, যে এখনো জীবিত।

৯৫ নং নিদর্শন: একবার আমাকে লুধিয়ানা হইতে পাটিয়ালা যাইতে হইল। আমার সঙ্গে ঐ শেখ হামেদ ছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি হুশিয়ারপুর জেলার ফতেহ খান নামে টান্ডা সংলগ্ন এক গ্রামের অধিবাসী। তৃতীয় ব্যক্তি ছিল আম্বালা সেনা নিবাসের আব্দুর রহীন নামের অন্য এক ব্যক্তি। আরও অনেক ব্যক্তি ছিল। তাহাদের নাম আমার স্মরণ নেই। যে সকালে আমাদের ট্রেনে চড়ার কথা ছিল সে-দিন ভোরে আমাকে ইলহামের মাধ্যমে জানানো হইয়াছিল যে, এই সফরে কিছু লোকসান হইবে এবং কিছু কষ্টও হইবে। আমি আমার সকল সফর সঙ্গীকে বলিলাম, নামায পড়িয়া দোয়া করিয়া লও। কেননা, আমার নিকট এই ইলহাম হইয়াছে। বস্তুতঃ সকলে দোয়া করিল। অতঃপর আমরা ট্রেনে চড়িয়া স্বাচ্ছন্দে পাটিয়ালা পৌঁছিয়া গেলাম। যখন আমরা স্টেশনে পৌঁছিলাম তখন রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর প্রতিনিধি মোহাম্মদ হাসান ও তাহার সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারী সহ, যাহারা সম্ভবতঃ আঠারোটি গাড়িতে আরোহিত ছিল, সম্বর্ধনার জন্য উপস্থিত দেখিলাম। যখন আরো সম্মুখে অগ্রসর ইহলাম তখন সম্ভবতঃ প্রায় সাত হাজার সাধারণ ও বিশেষ শহরবাসীকে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত দেখিলাম। এ পর্যন্ত তো ভালোয় ভালোয় গেল। কোন ক্ষতি হইল না বা কোন কষ্ট হইল না। কিন্তু যখন ফিরিয়া আসার ইচ্ছা হইল তখন ঐ মন্ত্রী সাহেবই নিজের ভাই সৈয়্যদ মোহাম্মদ হোসেন সাহেব সহ যিনি আজকাল সম্ভবতঃ কাউন্সিল সদস্য, আমাকে ট্রেনে উঠাইয়া দিতে স্টেশনে আমার সঙ্গে গেলেন। তাহার সহিত ঝিঝিরের অধিবাসী মরহুম নবাব আলী মোহাম্মদ খান সাহেবও ছিলেন। যখন আমরা স্টেশনে পৌঁছিলাম তখনও ট্রেন ছাড়ার কিছুটা বিলম্ব ছিল। আমি সেখানেই আসরের নামায পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। এই জন্য আমি জুব্বা খুলিয়া ওযু করিতে চাহিলাম এবং মন্ত্রী সাহেবের এক কর্মচারীর হাতে জুব্বা দিলাম। অতঃপর জুব্বা পরিয়া নামায পড়িলাম। এই জুব্বায় পথ খরচের জন্য কিছু টাকা ছিল। এই টাকা হইতে ট্রেনের ভাড়াও দেওয়ার কথা। যখন টিকিট নেওয়ার সময় আসিল তখন টিকিট কিনার নিমিত্তে টাকার জন্য পকেটে হাত ঢুকাইয়া দেখি যে, রুমালে টাকা ছিল তাহা হারাইয়া গিয়াছে। মনে হয় জুব্বা খোলার সময় তাহা কোথাও পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের পরিবর্তে আমি খুশি হইলাম যে, ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অংশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর টিকিটের ব্যবস্থা করিয়া আমরা ট্রেনে উঠিয়া পড়িলাম। যখন আমরা দোরাহা স্টেশনে পৌঁছালাম তখন সম্ভবতঃ রাত্রি দশ ঘটিকা ছিল। সেখানে ট্রেন কেবল পাঁচ মিনিটের জন্য থামিত। আমার এস সঙ্গী শেখ আব্দুর রহিম এক ইংরেজকে জিজ্ঞাসা করিল, লুধিয়ানা কি আসিয়া গিয়াছে? সে দুষ্টামী বশতঃ বা নিজের কোন স্বার্থে উত্তর দিল, হাঁ আসিয়া গিয়াছে। তখন আমরা নিজেদের সমস্ত মাল-পত্রসহ শীঘ্র নামিয়া পড়িলাম। এরই মধ্যে ট্রেন চলাচল শুরু করিল। নামার সঙ্গে সঙ্গেই এক জনহীন স্টেশন দেখিয়া বোঝা গেল যে, আমাদিগকে ধোঁকা দেওয়া হইয়াছে। উহা এইরূপ জনহীন স্টেশন ছিল যে, এখানে বসার জন্য চারপাইও পাওয়া যাইত না এবং সেখানে খাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল না। এই ঘটনায় ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় অংশও পূর্ণ হইয়া গেল। ইহাতে আমি এত আনন্দিত হইলাম যেন এখানে কেহ আমাদিগকে বড় ধরণের নিমন্ত্রণ দিয়াছে এবং যেন আমরা সব ধরণে সুস্বাদু খাদ্য পাইয়া গেলাম। ইহার পর স্টেশন মাস্টার নিজের কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন যে, কেহ খামাখা দুষ্টামী করিয়া আপনাদিগকে কষ্ট দিয়াছে। তিনি বলেন, দুপুর রাতে একটি মালগাড়ি আসিবে। যদি জায়গা থাকে তবে আমি আপনাদিগকে ঐ গাড়িতে বসাইয়া দিব। তখন তিনি এই বিষয়টি জানার জন্য টেলিগ্রাম করেন। উত্তর আসিল যে, জায়গা আছে। তখন আমরা দুপুর রাত্রিতে মাল গাড়িতে উঠিয়া লুধিয়ানা পৌঁছিয়া গেলাম। এই সফরটি যেন এই ভবিষ্যদ্বাণীর জন্যই ছিল।

৯৬ নং নিদর্শন:একবার লুধিয়ানার ধনাঢ্য ব্যক্তি নবাব আলী মোহাম্মদ খান আমাকে চিঠি লেখেন যে, আমার আয়ের কোন কোন উৎস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঐগুলি যাহাতে খুলিয়া যায় সেজন্য আপনি দোয়া করুন। যখন আমি দোয়া করিলাম তখন আমার নিকট ইলহাম হইল যে, উৎসগুলি খুলিয়া যাইবে। আমি তাহাকে চিঠির মাধ্যমে ইহা জানাইয়া দিলাম। অতঃপর মাত্র দুই চার দিন পর ঐ সকল আয়ের উৎস খুলিয়া গেল এবং তাঁহার গভীরভাবে বিশ্বাস হইয়া গেল। একবার তিনি তাঁহার কোন কোন গোপন উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমার প্রতি একটি চিঠি ছাড়েন। যে মূহুর্তে এ চিঠি দেন ঠিক ঐ মূহুর্তে আমার নিকট ইলহাম হইল যে, এই বিষয় সম্পর্কিত চিঠি তাঁহার পক্ষ হইতে আমার নিকট আসিবে। আমি তঃক্ষণাৎ তাঁহার নিকট এই চিঠি লিখিলাম যে, আপনি এই বিষয়ে আমার নিকট

এরপর দুইয়ের পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

কুরআন করীম নিয়মিত তিলাওয়াত করুন

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন:

" আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমার আহমদী মুসলমানরা সব থেকে সৌভাগ্যবান মানুষ। কেননা যুগের ইমাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে আমাদের মান্য করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে।.....এটি আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বরকতময় এবং পরিপূর্ণ শরিয়তের মাধ্যমে আমাদের পথ-প্রদর্শন করে থাকেন যা তিনি মহানবী (সা.)-এর উপর কুরআন করীম রূপে অবতীর্ণ করেছেন।..... অতএব কুরআন করীম অধ্যয়ন করা আমাদের সকলের জন্য আবশ্যক। কেননা, কুরআন আমাদেরকে সফলতা এবং মুক্তির দিকে পথ-প্রদর্শন করে। এটি সেই আ্যধাত্মিক জ্যোতিঃ যা আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়া শেখায়। এটিই আমাদের শিক্ষক এবং জীবন-বিধি।..... অতএব নিয়মিত তিলাওয়াত করার বিষয়টি আমাদেরকে সুনিশ্চিত করতে হবে এবং এও নিশ্চিত করতে হবে যে আমরা যেন এর নিগূঢ় তত্ত্বকে শেখার চেষ্টা করি এবং এর যাবতীয় শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করি। আজ যদি আমাদের মন-মস্তিষ্ক পুতঃ পবিত্র হতে পারে এবং আমাদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সাধন সম্ভব হতে পারে, তবে তা কেবল আল্লাহ্ তা'লার বাণী পাঠ করে তা অনুধাবন করার মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। "

(যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ইজতেমা উপলক্ষ্যে সমাপনী ভাষণ, ২৬ শে ডিসেম্বর, ২০১৬)

(নাযারাত ইসলাহ ও ইরশাদ, তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযী, কাদিয়ান)

তাহরীকে জাদীদের ৮৪তম বছর সূচনার বরকতময় ঘোষণা এবং জামাত আহমদীয়া ভারতের সদস্যবর্গের কাছে আবেদন

সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.) গত ৩রা নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে প্রদত্ত খুতবা জুমায় সূরা আলে ইমরানের ৯৩ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং এর অনুবাদ পেশ করেন।

সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেছেন, কুরআন করীম এবং এর নির্দেশাবলী মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণ সব থেকে বেশি পালন করেছেন। অতঃপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং তাঁর অনুসারীবর্গ এর নির্দেশ মেনে চলেছেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, আজ জামাত আহমদীয়া খোদা তা'লার পথে এমনভাবে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করার তৌফিক পাচ্ছে যার ফলে আমরা ইসলামের পুনর্জাগরণের কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করছি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্ তা'লার পথে খরচ করলে আল্লাহ্ সেই সম্পদ কয়েকগুণ বর্ধিত আকারে ফেরত দিয়ে থাকেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) আফ্রিকা, আমেরিকা, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ভারত ও প্রমূখ দেশের জামাতের সদস্যদের তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দেওয়ার ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী বর্ণনা করেন যে, কিভাবে তারা অসামান্য আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে আর যার পরিণামে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে তাঁর অপার কৃপা ও অনুগ্রহে ভুষিত করেছেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: তাহরীকে জাদীদে চাঁদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার পাশপাশি চাঁদায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে যাদের মধ্যে মহিলা, থেকে পুরুষ এমনকি ছোটরাও পিছিয়ে নেই। আলহামদো লিল্লাহ।

হুযুর আনোয়ার (আই.) এর এই বরকতপূর্ণ জুমার খুতবার আলোকে জামাতের মহিলা, পুরুষ থেকে শুরু করে কচিকাচাদের কাছে আবেদন করা হচ্ছে যে, এই বরকতময় ঐশী আহ্বানে 'তাহরীকে জাদীদ'-এর নিজেদের নতুন বছরের 'ওয়াদা' (প্রতিশ্রুতি) পূর্বাপেক্ষা বেশি লেখান এবং তা পরিশোধ করুন। নিজেদের পরিবারের দিকে লক্ষ্য রাখুন যেন এই বরকতপূর্ণ ঐশী আহ্বানে অংশ গ্রহণ করা থেকে কেউ বঞ্চিত না থাকে।

(ওকীলুল আলা, তাহরীকে জাদীদ, কাদিয়ান)

ইসলাম পারস্পরিক ভেদাভেদ ও বৈষম্যকে বিদূরীত করে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বকে সুরক্ষা করে।

কোন মানুষ গোটা মানবজাতিকে কেবল এভাবেই কল্যাণ বিতরণ করতে সক্ষম যখন সে বিনাব্যতিক্রমে সব মানবসন্তানকে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের মঞ্চে এনে দাঁড়া করায় এবং তাদের মাঝে কোন ভেদাভেদ ও বৈষম্য বৈধ জ্ঞান করে না। অর্থাৎ ঐ সব বিষয়াদি যা মানুষের মান-সম্মান প্রতিষ্ঠাকারী তদসমুদয় উম্মতে মুসলেমার শরীয়তের বিধিবিধান কুরআন করীমে তথা নবী করীম (সা.)-এর জীবনাদর্শ বা হাদীসমূহে পরিদৃষ্ট হয়। ইসলাম মানুষের সাথে মানুষের পারস্পারিক ভেদাভেদ ও বৈষম্যকে বিদূরীত করে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বকে সুরক্ষা করে। এভাবেই মানুষের উন্নত মান মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছে ইসলাম।

নবী আকরম (সা.) বিদায় হজ্জে যে ভাষণ দান করেছেন তাতে তিনি (সা.) এটাও বলেছেন যে, 'আলা' সাবধান হয়ে যাও আর মনোযোগ দিয়ে শোন! তোমাদের রব্ব এক, তিনি সত্ত্বায় এক, যাঁর রবুবীয়্যতের কল্যাণে নানান জাতি বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থানরত থেকেও এই অবস্থায় উপনীত হয়েছে যে এখন সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক যোগ্যতা ও সামর্থ্য আর তাদের দৈনন্দিন জীবন প্রণালীও একই রকম, এজন্য এখন তারা সর্বশেষ শরীয়তের বিধিবিধান গ্রহণের উপযোগী হয়ে উঠেছে। তোমাদের স্রষ্টা এক। তিনি তোমাদের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক যোগ্যতা ও চাহিদাকে পরস্পরের অনুরূপ করে সৃষ্টি করেছেন। জাতিতে জাতিতে তিনি বৈষম্য-ভেদাভেদ করেন নি। এটা সঠিক যে, প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতির নিজস্ব সীমা রয়েছে, তবে জাতিগত শ্রেণীভেদ করা যেতে পারে না। এটা হতে পারে না যে, একটি জাতি নীচ ঘৃণিত হাস্যস্পদ কিংবা তাদের সৃষ্টিটাই এমন যে, তারা দৈহিক বা আধ্যাত্মিক অথবা বুদ্ধিমত্তায় বা নৈতিকতায় অথবা সামাজিক বা অর্থনৈতিক উন্নতি করতে সক্ষম নয়।

অতএব,তিনি (সা.) বলেছেন, সাবধান হয়ে যাও, মনোযোগ দিয়ে শোন, তোমাদের রব্ব যিনি তোমাদের শক্তি ও ক্ষমতাকেও সৃষ্টি করেছেন, সামর্থ্য দান করেছেন, যিনি তোমাদের যোগ্য করে তুলেছেন, যিনি তোমাদের চেতনা ও বোধশক্তি দান করেছেন, পরবর্তীতে সে সবের পরিপোষণ করে বিভিন্ন স্তরে ক্রমোন্নতির পথ পরিক্রমণ করিয়েছেন আর তোমাদের প্রতিপালন করে শীর্ষ অবস্থানে নিয়ে গেছেন-পবিত্র সত্ত্বা তিনি, নিরঙ্কুশ এক। আর তোমরা এটাও স্মরণ রেখো যে, তোমাদের আদি পিতাও একজনই। অর্থাৎ তোমরা সবাই একই বংশগতিধারা থেকে উদগত, বিশেষভাবে তোমাদের সৃষ্টিকারী হলেন তোমাদের রব্ব আর তোমাদের আদি পিতা আদমও হলেন এক-ই। যদি তোমরা বিভিন্ন পুরুষদের বংশধর হতে তবে বলতে, 'আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষগণ বেশি ধার্মিক ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন সেই উত্তরাধিকারের আজ স্বভাবতঃই আমাদের এই উন্নততর মর্যাদা লাভ হয়েছে। কিন্তু এরূপ বলা বিধিসম্মত নয়, কেননা পূর্ব পুরুষ একই। পুণরায় যদি ভিন্ন ভিন্ন হয়, রব্বও পৃথক পৃথক হয় তবে কোন জাতি বলে বসতে পারে যে, আমাদের সৃষ্টি করেছেন যে রব্ব তিনি বেশি ক্ষমতাবান, বেশি জ্ঞানী আর বেশি শক্তিধরও, তিনি স্নেহপরায়ণও বেশি আর বেশি অনুকম্পাকারীও আর তাই তিনি আমাদের সবকিছুই অধিক মাত্রায় দান করেছেন। অন্যদের সৃষ্টিকর্তা রব্ব, জ্ঞানে সমৃদ্ধশালী নয় তার শক্তি ও ক্ষমতা বেশি নয়, তার মাঝে অনুকম্পা বেশি নেই, তার নিজের সৃষ্টির সাথে সেই রকম ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক নেই যা আমাদের সাথে রাখেন, এ কারণে তাদের অর্জন মাত্রায় স্বল্প, তাই তুলনামূলকভাবে তারা ঘাটতিতে রয়েছে।

কিন্তু তোমাদের রব্ব যখন এক, পূর্ব পুরুষও এক, তাহলে তোমাদের জানা উচিত যে, কোন 'আরবীয়'-এর অনারবে'র উপর কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্ব নেই আবার কোন অনারবেরও আরবীয়-এর উপর কোনরূপ প্রাধান্য নেই। না কোন শ্বেতাঙ্গের কৃষ্ণাঙ্গের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে আর না কৃষ্ণাঙ্গের শ্বেতাঙ্গের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। তোমাদের রব্বের দৃষ্টিতে তোমাদের মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব তোমাদের সামর্থ্য ও যোগ্যতার ফল। তোমাদের অভ্যন্তরে তিনি যা সৃষি করেছেন তা একটাই, আর তা হল তাক্বওয়া (খোদভীতি) খোদা তা'লার দৃষ্টিতে বেশি ধার্মিক সে-ই যে বেশি মুত্তাকি।

- হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রহ.)

প্রথম পাতার পর...

চিঠি পাইলে তখন তিনি বিস্ময়ের সমুদ্রে ডুবিয়া গেলেন যে, কীভাবে অদৃশ্যের খবর পাওয়া গেল। কেননা, তাঁহার এই গোপন খবর কেহ জানিত না। তাঁহার বিশ্বাস এতখানি বাড়িয়া গেল যে, তিনি প্রেম ও ভালবাসায় বিলীন হইয়া গেলেন। তিনি স্মৃতি চারণমূলক একটি ছোট পুস্তকে উক্ত দুইটি নিদর্শনই লিপিবদ্ধ করেন। পুস্তকটি তিনি সর্বদাই নিজের কাছে রাখিতেন। যখন আমি পাতিয়ালা গেলাম এবং উপরের বর্ণনা অনুযায়ী যখন মন্ত্রী সৈয়্যদ মোহাম্মদ হোসেন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত হইল তখন ঘটনা ও নিদর্শনসমূহের ব্যপারে কিছু কথা হইল। তখন মরহুম নবাব সাহেব একটি ছোট পুস্তক নিজের পকেট হইতে বাহির করিয়া মন্ত্রী সাহেবের সামনে উপস্থাপন করেন এবং বলেন, আমার ঈমান ও ভালবাসার কারণ তো এই দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী, যাহা এই পুস্তকে উল্লেখ আছে। যখন কিছু কাল পরে তাঁহার মৃত্যুর একদিন পূর্বে আমি তাঁহাকে দেখার জন্য লুধিয়ানায় তাঁহার বাড়িতে গেলাম তখন তিনি অর্শ্ব রোগে খুব দুর্বল হইয়া পড়িতেছিলেন এবং অনেক রক্ত পড়িতেছিল। এই অবস্থায় তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং ঘরের ভিতরে গেলেন ও ঐ ছোট পুস্তকটিই লইয়া আসেন এবং বলেন, ইহা আমি প্রাণ প্রিয় বস্ত হিসাবে রাখিয়াছি এবং ইহা দেখিলে আমি সান্তনা লাভ করি। তিনি আমাকে ঐ স্থান দেখান যেখানে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী দুইটি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। অতঃপর যখন প্রায় অর্ধের রাত্রি হইল বা অতিবাহিত হইল তখন তিনি মারা গেলেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। আমি বিশ্বাস করি এখনো তাঁহার গ্রন্থাগারে ঐ পুস্তকটি আছে।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা: ২৫৫-২৫৮)

জুমআর খুতবা

মু'মিনদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা বলেন فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ তোমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। অর্থাৎ সব সময় পুণ্যের ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতিযোগিতা করা। অর্থাৎ, পুণ্যে বা নেককর্মে সব সময় একে অন্যের চেয়ে অগ্রগামী থাকার চেষ্টা কর। পুণ্যবান ও সৎকর্মপরায়ণ মানুষকে আল্লাহ্ তা'লা সর্বোত্তম সৃষ্টি আখ্যা দিয়েছেন।

নেকী বা পুণ্য কী, সত্যিকার নেকী কীভাবে করা যায়, নেকী করার জন্য খোদার সত্তায় ঈমান রাখা কেন আবশ্যক, ঈমানের মানদণ্ড কী হওয়া উচিত, ঈমানের এই মানকে কীভাবে আমাদের উন্নত করা উচিত, কী কী মাধ্যমে নেকী করা যায়, পুণ্যকর্মের কী কী দিক রয়েছে, নেকী কত প্রকার ও কী কী এবং পুণ্যবানদের আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে পুরস্কারে ভূষিত করেন? একজন মু'মিনের জন্য তার নেকী বা পুণ্যের গণ্ডিকে কতটা সম্প্রসারিত করা উচিত?

পুণ্যের বাস্তবতা, এর প্রজ্ঞা ও প্রেরণা সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা। মাননীয় হামিদ মাকসুদ আতিফ সাহেব (মুরুব্বী সিলসিলা), মাননীয় আলি সাঈদ মূসা সাহেব (তাঞ্জেনিয়ার প্রাক্তন আমীর) এবং রাবওয়ার নুসরাত বেগম সিদ্দিকা সাহেবার মৃত্যু সংবাদ, তাঁদের প্রশংসাসূচকগুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ২৭ অক্টোবর, ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (২৭ ইখা , ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

মু'মিনদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা বলেন فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ তোমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। অর্থাৎ সব সময় পুণ্যের ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতিযোগিতা করা। অর্থাৎ, পুণ্যে বা নেককর্মে সব সময় একে অন্যের চেয়ে অগ্রগামী থাকার চেষ্টা কর। পুণ্যবান ও সৎকর্মপরায়ণ মানুষকে আল্লাহ্ তা'লা সর্বোত্তম সৃষ্টি আখ্যা দিয়েছেন। যেমন তিনি নিজেই বলেছেন, إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ أُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (সূরা আল বাইয়্যেনা : ৮) অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তারাই সর্বোত্তম সৃষ্টি।হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সংক্ষেপে এক জায়গায় বলেন, মানুষের উচিত আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করা আর সৎকর্মের ক্ষেত্রে উন্নতি করা। " (মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫)

এই আয়াতের বরাতে তিনি (আ.) বলেছেন। অতএব, সৎকর্মে এগিয়ে যাওয়া, পুণ্যকর্ম করা, নেকী করাই একজন মুসলমান বা মু'মিনকে প্রকৃত মু'মিনের মর্যাদায় উপনীত করে আর এজন্য সব সময় আমাদের সচেষ্ট থাকা উচিত। আমাদের পথ নিদের্শনার লক্ষ্যে কুরআন ও হাদীসের আলোকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিশদভাবে এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ নেকী বা পুণ্য কী, সত্যিকার নেকী কীভাবে করা যায়, নেকী করার জন্য খোদার সত্তায় ঈমান রাখা কেন আবশ্যক, ঈমানের মানদণ্ড কী হওয়া উচিত, ঈমানের এই মানকে কীভাবে আমাদের উন্নত করা উচিত, কী কী মাধ্যমে নেকী করা যায়, পুণ্যকর্মের কী কী দিক রয়েছে, নেকী কত প্রকার ও কী কী এবং পুণ্যবানদের আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে পুরস্কারে ভূষিত করেন? পুনরায় এটিও তিনি (আ.) বর্ণনা করেছেন যে, বৈধ কাজও একটি সীমার ভেতরে থেকে ভারসাম্য বজায় রেখে সম্পাদন করার নাম নেকী। সীমালঙ্ঘন করলে তা পুণ্যের মাত্রা কম করে দেয়। আর একজন মু'মিনের জন্য তার নেকী বা পুণ্যের গণ্ডিকে কতটা সম্প্রসারিত করা উচিত তাও তিনি (আ.) বলেছেন। এক কথায় নেকী বা পুণ্যের মর্ম, গূঢ়তত্ত্ব এবং এর স্বরূপ তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আঙ্গিকে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। এখন আমি এই সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব।প্রকৃত নেকী বা পুণ্য কী এবং বাহ্যত একটি নগণ্য পুণ্যকর্মও খোদার সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন-

" নেকী হল ইসলাম এবং খোদার দিকে আরোহনের একটি সিঁড়ি। (ইসলামের প্রকৃত মর্ম যদি উদ্‌ঘাটন করতে হয়, খোদার সন্তুষ্টি যদি অর্জন করতে হয় এবং তাঁর নৈকট্য যদি পেতে হয় তাহলে নেকী বা পুণ্যকর্ম হল এর জন্য এক সোপানস্বরূপ) কিন্তু স্মরণ রেখো! নেকী কাকে বলে? শয়তান মানুষকে সকল দিক থেকে সর্বসান্ত করতে চায় আর তাদেরকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করে। যেমন রাতে যদি খাবার বেশি রান্না করা হয় (সম্পদশালী কোন মানুষের ঘরে যদি রাতে খাবার বেশি রান্না করা হয় আর রুটি বেশি বানানো হয়ে যায়) আর সকালে রাতের বাসি খাবার থেকে যায়, (রাতে খেয়ে শেষ করা যায় নি তাই বেঁচে গেছে) পরের দিন ঠিক খাবারের সময় তার সামনে ভালো ভালো খাবার রাখা হয় আর এক গ্রাস মুখে নেওয়ার পূর্বেই দরজায় এসে ফকির কড়া নাড়ে এবং খাবার চায়, (তখন সেই ব্যক্তি যে খাওয়ার উপক্রম করছিল, বলল) বাসি রুটী (যা গতরাতের অতিরিক্ত খাবার ছিল তা ভিখারিকে দিয়ে দাও, অথচ তার নিজের সামনে টাটকা খাবার রাখা আছে।) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এটি কী নেকী হবে? বাসি রুটি তো পড়েই থাকত, বিলাসী ব্যক্তি তা কেন খাবে? আল্লাহ্ তা'লা বলেন وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا (সূরা নূহ : ৯) এটিও জানা থাকা উচিত, পছন্দনীয় খাবারকেই 'তায়াম' বলা হয়। পচা ও বাসি খাবারের জন্য 'তায়াম' শব্দ ব্যবহার হয় না। একদিনের বাসি খাবার যা মানুষ নিজেই পছন্দ করে না সেই খাবারের জন্য আরবীতে 'তায়াম' শব্দ ব্যবহার হয় না। বস্তুত সেই থালা যাতে এখনই টাটকা, সুস্বাদু ও পছন্দনীয় খাবার রাখা হয়েছে, (তোমাদের সামনে প্লেটে রাখা খাবার যা তোমরা খাচ্ছ) খাওয়া তখনো আরম্ভ করে নি, ফকিরের আওয়াজ শুনে তাকে যদি তা দিয়ে দেয় তাহলে এটি নেকী বা পুণ্য।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৫)

সামনে টাটকা খাবার থাকা অবস্থায় কোন যাচক বা দরিদ্র মানুষ এলে তাকে যদি তা দিয়ে দাও তাহলে এটিই নেকী বা পুণ্য। আমি নিজে টাটকা খাবার খাব আর ঘরের লোকদের বলে দিব যে, গতকালের অবশিষ্ট খাবার তাকে দিয়ে দাও- এটি নেকী নয়। আর এতটা গভীরে গিয়ে চিন্তা করে যদি মানুষ কাজ করে তবেই প্রকৃত পুণ্য সাধিত হয়। তাই সত্যিকার নেকী করার চেষ্টা থাকা উচিত। আর নেকী বা পুণ্য কীভাবে করা সম্ভব হতে পারে? খোদার সত্তায় পূর্ণ ঈমান ছাড়া এই নেকী বা পুণ্যকর্ম করা সম্ভব নয়। অতএব, এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন-

"সত্যিকার নেকী বা সৎকর্ম করার জন্য আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তায় ঈমান থাকা আবশ্যক। কেননা, রূপক অর্থে যারা শাসক তারা জানে না, কেউ ঘরে কী করে আর পর্দার অন্তরালে কার কর্ম কেমন! (খোদার সত্তায় যদি ঈমান থাকে আর যদি এমন ঈমান থাকে যে, প্রতিটি জিনিসের ওপর খোদার দৃষ্টি রয়েছে। জাগতিক প্রশাসন বা সরকার অথবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জানে না মানুষের ভিতরে কী আছে কিন্তু আল্লাহ্ জানেন আর এ বিশ্বাস থাকা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে সম্যক অবহিত, সবকিছুর জ্ঞান রাখেন এবং অদৃশ্যের জ্ঞানও তাঁর রয়েছে।) কেউ যদি মৌখিকভাবে পুণ্যের কথা বলে কিন্তু স্বীয় হৃদয়ে যা কিছু ধারণ করে সেজন্য সে আমাদের শাস্তিকে ভয় না করে আর জাগতিক সরকারগুলোর মাঝে এমন একটিও নেই যার ভয় মানুষের ভেতর রাতে বা দিনে, অন্ধকার বা আলোতে, নির্জনে বা জনসম্মুখে, জনশূন্য ভূমি বা জনবসতিতে, ঘরে বা বাজারে একই রকম রয়েছে। (অনেক সময় মানুষ গোপনে কোন কাজ করে, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অবস্থায় বসে থাকে, সে জানে বাহ্যত কেউ তাকে দেখছে না, শুধু আল্লাহ্ তা'লা ব্যতীত যিনি সব কিছু জানেন তাই ভয়ও থাকে না আর ভয় না থাকার কারণে সে অন্যায় কাজও করে বসে। তাই যদি সত্যিকার নেক কাজ করতে হয় তাহলে খোদার সত্তায় ঈমান থাকা আবশ্যক।) তিনি বলেন- চারিত্রিক সংশোধনের জন্য এমন সত্তায় ঈমান থাকা আবশ্যক যিনি সর্বাবস্থায় ও সব সময় তার তত্ত্বাবধায়ক এবং তার কাজ-কর্ম ও অন্তরের মধ্যে থাকা গোপন বিষয়াদির সাক্ষী।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩১৩)

আর তিনি আল্লাহ্‌র সত্ত্বা ছাড়া আর কেউ নন। অতএব, যদি এমন ঈমান থাকে, এই মানের ঈমান থাকে এবং সব সময় খোদার কথা স্মরণ থাকে কেবল তবেই মানুষ সত্যিকার অর্থে নেকী বা পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে পারে।

এরপর সত্যিকার নেকী বা পুণ্যকর্মের সমধিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন-

" তাকওয়ার অর্থ হল পাপের সূক্ষ্ম পথগুলো এড়িয়ে চলা। কিন্তু স্মরণ রেখো! এক ব্যক্তি বলবে আমি নেক বা পুণ্যবান, কারণ আমি কারো সম্পদ হরণ করি নি, চুরি করি নি, আত্মসাৎ করি নি, অন্যায় উপার্জন করি নি- কেবল এতটুকুর নামই পুণ্য নয়। এগুলো কোন নেকী নয়। কেউ যদি বলে, আমি সেঁধ কাটি না, চুরি করি না, কারো সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করি না, ব্যভিচারে লিপ্ত হই না তবে এমন নেকী বা পুণ্য তত্ত্বজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে হাস্যকর বিষয়। কেননা, এমন পাপে যদি সে লিপ্ত হয় এবং চুরি বা ডাকাতি করে তাহলে সে শাস্তি পাবে। তাই এটি কোন নেকী নয় যা তত্ত্বজ্ঞানীর দৃষ্টিতে মূল্যায়নযোগ্য হবে। বরং সত্যিকার নেকী হল মানব জাতির সেবা করা এবং খোদার পথে পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করা আর তাঁর পথে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত না হওয়া। এজন্যই এখানে তিনি বলেছেন- إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাদের সাথে আছেন যারা পাপ এড়িয়ে চলে আর একই সাথে নেকী বা পুণ্যকর্মও সম্পাদন করে। (সূরা নাহল: ১২৯) এ কথা ভালোভাবে স্মরণ রেখো যে, নিছক পাপ এড়িয়ে চলা বড় কোন বিষয় নয়, (আমি পাপ করি না- কেবল একথা বলা কোন বড় বিষয় নয়,) যতক্ষণ পর্যন্ত একই সাথে পুণ্যকর্মও না করবে। অনেক মানুষ এমন আছে যারা কখনো ব্যভিচার করে নি, হত্যা করে নি, চুরি করে নি, ডাকাতি করে নি আর তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার পথে কোন নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করে নি। (খোদার সন্তুষ্টির জন্য খোদার নির্দেশ অনুসারে কোন নেককর্ম করে নি, কোন ত্যাগ স্বীকার করে নি যদিও অন্য অনেক পাপে তারা লিপ্ত হয় নি,) অথবা মানব জাতির জন্য কোন সেবা করে নি। যদি আল্লাহ্‌র প্রাপ্য অধিকার না দেয় এবং বান্দার প্রাপ্যও না দেয় তবে এগুলো কোন নেকী নয়। (নিঃসন্দেহে সে অনেক পাপ এড়িয়ে চলেছে কিন্তু যদি খোদার প্রাপ্য না দেয় আর মানবসেবা না করে এবং তার প্রাপ্য অধিকার না দেয়, তাহলে এটি কোন নেকী বা পুণ্য নয়।) সেই ব্যক্তি অজ্ঞ যে এসব কথা উপস্থাপন করে; তাকে নেক বা পুণ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে কেননা এগুলো পাপাচার। কেবল এতটা নিয়ে আত্মতুষ্টি করলেই কেউ আল্লাহ্‌র ওলীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৪১-২৪২)

এ সম্পর্কে তিনি (আ.) আরো বলছেন, কোন মানুষ যে ব্যভিচার করে নি বা হত্যা করে নি অথবা চুরি করে নি মানুষ শুধু এটি নিয়েই যেন উল্লসিত না হয়। এটি কোন গর্বের বিষয় নয়। মন্দ কাজ এড়িয়ে চলা কোন কৃতিত্বের বিষয় নয় যে তা নিয়ে গর্ব করবে? (এটি বড় কোন বিষয় নয় যে, আমি কখনো কোন পাপে লিপ্ত হই নি) সত্যিকার অর্থে সে জানে যে, চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে আর বর্তমানকালের প্রচলিত আইনে কারাগারে যাবে। (চুরি করে ধরা পড়লে জেল হবে, শাস্তি পাবে, এটি কোন কৃতিত্বের বিষয় নয়, এটি হল শাস্তির ভয়।) খোদার দৃষ্টিতে ইসলাম এমন কোন জিনিসের নাম নয় যে, কেবল মন্দ কাজই এড়িয়ে চলবে, বরং পাপ পরিহার করে নেককর্ম বা পুণ্য না করা পর্যন্ত সে এই আধ্যাত্মিক জীবনে জীবনধারণ করতে পারে না। (ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হল, নিজের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি কর এবং নিজের আধ্যাত্মিক জীবনের মান উন্নত কর। শুধু পাপ বর্জন করলেই আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে পারে না। পাপ পরিহার করে পুণ্য ও নেককর্ম করা আধ্যাত্মিক জীবন লাভের জন্য আবশ্যক অন্যথায় আধ্যাত্মিক জীবন লাভ হবে না, এমন ব্যক্তি আধ্যাত্মিকভাবে মৃত।) নেকী খাদ্য স্বরূপ, যেভাবে কোন ব্যক্তি খাদ্য ছাড়া জীবিত থাকতে পারে না, অনুরূপভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত নেককর্ম না করবে সব কিছু অর্থহীন।"

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৭১-৩৭২)

আর ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি করলেই মানুষের মাঝে এ অবস্থা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমানের মান কেমন হওয়া উচিত? এই মান তখনই অর্জন হবে যখন মানুষের ভিতর বাহির সদৃশ হয়, কেবল বাহ্যিক ঈমান যেন না হয়। বরং মানুষ যেভাবে বিশ্বাস করে, বিষ মানুষের ক্ষতি করে, মানুষ যদি তা পান করে তবে তার মৃত্যু হতে পারে। যেভাবে তার এই বিশ্বাস রয়েছে যে, মানুষ যদি সাপের গর্তে হাত দেয় তবে গর্তে সাপ থাকলে দংশন করতে পারে। একইভাবে খোদার সত্তায় এ বিশ্বাস থাকা চায় যে, আমি যদি পাপ করি তাহলে শাস্তি পাব, কেননা আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সব সময় দেখছেন। আর পুণ্যের প্রতিদান তো আল্লাহ্ দিয়েই থাকেন। মানুষের প্রতিটি গতিবিধির মাধ্যমে যেন খোদার অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সর্বদা যেন এই চেতনা বিরাজ করে যে, আল্লাহ্ আমার প্রতিটি কর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখছেন। তিনি (আ.) বলেন- "সত্যিকার অর্থে সেই ব্যক্তি পুণ্যবান যার ভিতর বাহির সদৃশ আর যার অন্তর ও বাহির এক রকম, সে পৃথিবীতে ফেরেশতার মত চলাফেরা করে। (যার ভিতর বাহির এক রকম আর অন্তরে যা বাইরেও যদি তা থাকে তবে এমন ব্যক্তির পুণ্যের মান এরূপ হয়ে গেছে যে, সে যেন ফেরেশতা হয়ে গেল।) নাস্তিকরা এমন সরকারের অধীনে নয় যে, তারা এমন উন্নত চরিত্রের অধিকারী হবে। (এক নাস্তিক যে খোদাকে মানে না তার বাহ্যিক চরিত্র ভালো হলেও সে এই মানে পৌঁছাবে না, কোন না কোন জায়গায় তার হৃদয়ে এমন ধারণার উদ্রেক হবে যার ফলে তার ভিতর দুর্বলতা সৃষ্টি হবে, হয়তো সে পাপ থেকে বিরত হবে এবং মৌলিক কিছু চারিত্রিক গুণের ওপরও প্রতিষ্ঠিত হবে তথাপি পুণ্যের ক্ষেত্রে তার অবস্থা দুর্বলই থাকবে।) "সমস্ত ফলাফল বা সফলতা ঈমানের ফলে প্রকাশ পায়। কেননা জেনেশুনে কেউ সাপের গর্তে আঙ্গুল ঢোকায় না। যখন আমরা জানি নির্দিষ্ট পরিমান 'এস্ট্রেকনিয়া' (একটি বিষের নাম) প্রাণঘাতী তখন এর প্রাণঘাতী হওয়ার বিষয়ে আমরা বিশ্বাস রাখি আর এই ঈমানের কারণে আমরা সেটি খাব না আর মৃত্যুর মুখে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা পাব।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩১৩-৩১৪)

ঈমানের দৃঢ়তার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) আরো বলেন- "নিশ্চিত জেনে রেখো! প্রত্যেক পবিত্রতা ও পুণ্যের প্রকৃত মূল হল আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমান আনা। আল্লাহ্‌র সত্তায় মানুষের ঈমান যতটা দূর্বল হয় সেই অনুপাতেই সৎকর্মের ক্ষেত্রে তার দুর্বলতা ও উদাসীনতা পাওয়া যায়। অথচ ঈমান যদি দৃঢ় হয় আর খোদা তা'লার পূর্ণাঙ্গীন গুণাবলীসহ তাঁর সত্তায় দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা হয় তবে সে অনুপাতেই মানুষের কর্মে বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হয়। (মানুষ যদি বিশ্বাস রাখে, আল্লাহ্ তা'লা সর্বশক্তির আধার, তিনি অদৃশ্যে পরিজ্ঞাত সত্তা এবং সর্বত্র আমাকে দেখছেন তাহলে এর ফলে মানুষের কর্মে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হয়। কর্মের মান নিজে থেকেই উন্নত হতে থাকে এবং পাপের পরিবর্তে পুণ্যের প্রতি মনোযোগ বেশি নিবদ্ধ হয়।) আল্লাহ্‌র সত্তায় যে ঈমান রাখে সে পাপের ক্ষেত্রে ধৃষ্ট হতে পারে না। (এক দিকে আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমান থাকবে অপর দিকে পাপ করবে, এটি হওয়া সম্ভব নয়।) কেননা এই ঈমান তার রিপুর বাসনা ও পাপের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে ফেলে। দেখ! কারো চোখ যদি উপড়ে ফেলা হয় তাহলে সে কীভাবে কুদৃষ্টি দিতে পারে আর চোখ দিয়ে সে কীভাবে পাপ করবে? একইভাবে যদি তার হাত কেটে দেওয়া হয় তাহলে এসব অঙ্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত পাপ সে কীভাবে করতে পারে? ঠিক এভাবেই যখন একজন মানুষ 'নাফসে মুতমাইন্না' বা শান্তিপ্রাপ্ত আত্মার পর্যায় পৌঁছে যায় তখন সেই শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা তাকে অন্ধ করে দেয় আর তার চোখে পাপ করার শক্তি থাকে না, সে দেখেও দেখে না। (কোন কিছু দেখলেও সে কুদৃষ্টিতে দেখে না, কোন কিছুকে নোংরা দৃষ্টিতে দেখে না। তিনি (আ.) বলেন, তার চোখের পাপের দৃষ্টি যেহেতু ক্ষীণ করে দেওয়া হয়, (অর্থাৎ, লোভাতুর ও কামলোলুপ দৃষ্টি অথবা কোন কিছু দেখার সময় যে অবৈধ কামনা ও বাসনা সৃষ্টি হয় তা দূর হয়ে যায়) তাদের কান থাকা সত্ত্বেও তারা বধির হয়, পাপ-সংক্রান্ত কথা তারা শুনতে পারে না। অনুরূপভাবে তার প্রবৃত্তির কামনা বাসনা এবং কাম-প্রবৃত্তি এবং অভ্যন্তরীণ

অঙ্গ কেটে ফেলা হয়। তার এমন সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্যের মৃত্যু ঘটে, যেগুলির দ্বারা পাপ সম্পাদিত হওয়া সম্ভব ছিল এবং সে এক লাশ সদৃশ হয়ে থাকে। আর সে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন হয়ে যায় এবং তাঁর ইচ্ছার বাইরে সে এক পাও ফেলতে পারে না। খোদার সত্তায় পূর্ণ ঈমান থাকলে এ অবস্থা সৃষ্টি হয়। (এসব অবস্থা তখন সৃষ্টি হবে যখন আল্লাহ্‌র সত্তায় পূর্ণ ঈমান থাকবে) আর যার ফলাফল স্বরূপ তাকে পূর্ণ প্রশান্তি দেওয়া হয়। এটিই সেই মর্যাদা যা মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত। (এটি হচ্ছে আমাদের টার্গেট বা লক্ষ্য। একে আমাদের দৃষ্টিতে রাখা উচিত, সকল প্রকার নোংরামিকে আমাদের মন-মস্তিষ্ক ও দৃষ্টি থেকে ছুড়ে ফেলতে হবে আর তা শোনা থেকেও দূরে থাকতে হবে। তিনি (আ.) বলেন, আমাদের জামা'তের জন্য এটি আবশ্যক এবং পূর্ণ প্রশান্তি লাভের জন্য পূর্ণ ঈমান থাকা প্রয়োজন। তাই আমাদের জামা'তের প্রথম দায়িত্ব হল, আল্লাহ্‌র সত্তায় পূর্ণ ঈমান লাভ করা।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৪৪-২৪৫)

এই হল সেই লক্ষ্য যা তিনি আমাদের জন্য স্থির করে দিয়েছেন। প্রকৃত ঈমান লাভ হলে পুণ্যকর্মও সম্পাদিত হবে আর তবেই আমরা পুণ্যের ময়দানে প্রতিযোগিদের দলভুক্ত হব এবং তখনই আমরা 'খায়রুল বারিইয়া' বা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হব। পুণ্যের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন-

" মানুষের জন্য দু'টি কথা আবশ্যক। একটি হল পাপ বর্জন করা আর অন্যটি হল নেকী বা পুণ্যের দিকে দ্রুতগতিতে ধাবিত হওয়া আর নেকী বা পুণ্যেরও দু'টো দিক আছে। একটি হল পাপ পরিহার করা এবং দ্বিতীয়টি হল অন্যের কল্যাণ সাধন করা। (পাপ বর্জন করা এটি একটি নেকী এবং একটি দিক। দ্বিতীয় দিকটি হল নেক কাজ বা পুণ্য করা।) পাপ বর্জন করে মানুষ পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। (শুধু পাপ পরিহার এটি পূর্ণতা নয়, ঈমানের ক্ষেত্রে এতে দুর্বলতা থেকে যায়) যতক্ষণ পর্যন্ত এর সাথে অপরের কল্যাণ সাধনের বিষয়টি না থাকবে (অর্থাৎ, অন্যের কল্যাণও যেন সাধন করে, (যখন পরোপকার করে ও নেকী করে ঈমান তখন পূর্ণতা লাভ করে।) এটি থেকে বুঝা যায় যে, সে নিজের মাঝে কতটা পরিবর্তন সাধন করেছে আর এসকল আধ্যাত্মিক মর্যাদা তখন লাভ হয়, যখন খোদার গুণাবলীর প্রতি ঈমান থাকে এবং তার জ্ঞান থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত এটি না হবে মানুষ পাপ মুক্ত থাকতে পারে না। (আল্লাহ্‌ তা'লার গুণাবলী সম্পর্কে জানার জন্য মানুষকে সব সময় কুরআন পাঠ করা উচিত। কুরআনী শিক্ষাসমূহ অধ্যয়ন করতে থাকা উচিত।) তিনি (আ.) বলেন, অন্যের হিত সাধন তো অনেক বড় বিষয়। রাজাদের প্রতাপ এবং ভারতীয় দণ্ডবিধিকেও মানুষ অনেকটা ভয় করে আর যার ফলে তারা আইন লঙ্ঘন করে না, তবে কেন মানুষ শ্রেষ্ঠতম বিচারক আল্লাহ্‌ তা'লার অবাধ্যতায় ধৃষ্ট হয়ে উঠে? এছাড়া তাঁর প্রতি ঈমান অন্য কোন কারণ নেই (ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে এজন্য এরূপ হয় অন্যথায় সরকারের আইনকে তোমরা কেন ভয় কর?) তিনি (আ.) বলেন, এটিই হল সেই কারণ যার ফলে পাপ সংঘটিত হয় এবং নেককর্ম সম্পাদিত হয় না। অতএব, যেভাবে পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুর্বলতা তখন প্রকাশ পায় যখন ঈমানের ক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকে। আমরা মানুষেরা বিশ্বাসের দিক থেকে আল্লাহ্‌ তা'লাকে সর্বজ্ঞানী এবং আলেমুল গায়েব বা অদৃশ্যে পরিজ্ঞাত সত্তা বিশ্বাস করি কিন্তু কার্যত এর বিপরীত কাজ সম্পাদিত হতে থাকে। এ কারণেই মানুষ অনেক পাপে লিপ্ত হয় এবং ঈমান না থাকার কারণে অনেক নেকী বা পুণ্যকর্মের সৌভাগ্য সে পায় না। আল্লাহ্‌র সত্তায় পূর্ণ ঈমান স্থাপনের পর পাপ থেকে বাঁচার যে মাধ্যম গুলো আছে সেগুলি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, পাপ মুক্ত থাকার ক্ষেত্রে মানুষ তখন উন্নতি করে যখন আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমান থাকে। এরপর দ্বিতীয় ধাপ হওয়া উচিত আল্লাহ্‌র পুণ্যবান ও মনোনীত বান্দারা যেসব পথ অবলম্বন করেছে সেগুলোর সন্ধান করা, (প্রথমে আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমান এবং এরপর সেই সব পথ ও পুণ্যের সন্ধান কর) যেগুলিকে আল্লাহ্‌র পুণ্যবান বান্দা, নবী এবং সালেহ্‌গণ অবলম্বন করেছেন(যে পথ অবলম্বন করে পৃথিবীর যত সরলপ্রাণ ও মনোনীত মানুষ আল্লাহ্‌র কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত হয়েছেন) তা একই পথ। এ পথটি চেনার উপায় হল, মানুষ যেন জেনে নেয় খোদা তাদের সাথে কী ব্যবহার করেছেন। পাপ থেকে মুক্ত থাকার প্রথম সোপান খোদার জালালী (প্রতাপান্বিত ও তেজস্বী) গুণাবলীর বিকাশের মাধ্যমে অর্জিত হয় অর্থাৎ তিনি পাপাচারীদের শত্রু হয়ে থাকেন। তিনি তার পুণ্যবান বান্দাদের শত্রুদের ধ্বংস করেন। আর দ্বিতীয় সোপান খোদা তা'লার জামালী (কোমল ও দয়াদ্র) বিকাশের মাধ্যমে লাভ হয়। চূড়ান্ত কথা হল, যতক্ষণ খোদার পক্ষ থেকে শক্তি ও সামর্থ্য লাভ না হয়, যাকে ইসলামী পরিভাষায় 'রুহুল কুদুস' বলা হয় ততক্ষণ কিছুই সাধিত হয় না। এটি এক প্রকার শক্তি যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে লাভ হয়। এটি নাযিল হতেই হৃদয়ে এক প্রশান্তি লাভ হয় এবং প্রকৃতিগতভাবে পুণ্যের সাথে এক ভালোবাসা ও প্রেমবন্ধন সৃষ্টি হয়। (খোদার জামালী বিকাশ ঘটলে একদিকে পুণ্যের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়, অপর দিকে পাপের চিন্তা উদিত হয় না আর হৃদয়ে এক প্রকার প্রশান্তি লাভ হয়। এটি হল পুণ্যবানদের কর্ম যা আমাদের জন্য আদর্শ।) তিনি (আ.) বলেন, এগুলোর প্রতি দৃষ্টি দাও, নবীদের জীবনাদর্শ দেখ। অন্যরা যে নেকী বা পুণ্যকর্ম বোঝা ভেবে করে, এরা এক আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও আনন্দের সাথে সেগুলোর করার প্রতি ধাবিত হয় (অর্থাৎ, যারা খোদার প্রিয়)। শিশুরাও যেভাবে সুস্বাদু খাবার সাগ্রহে খেয়ে নেয় অনুরূপভাবে, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক যখন স্থাপিত হয় এবং তাঁর পবিত্র আত্মা যখন তার ওপর নাযিল হয় তখন পুণ্য তার জন্য এক সুস্বাদু ও সুগন্ধী শরবতের মত হয়ে থাকে আর যে সৌন্দর্য পুণ্যের মাঝে থাকে তা দৃষ্টিগোচর হওয়া শুরু হয়। সে তখন স্বতস্ফূর্তভাবে সেই পুণ্যের দিকে ছুটে চলে এবং পাপের চিন্তা হলেই তার হৃদয় কেঁপে উঠে। এগুলি এমন বিষয় যা পুরোপুরি বর্ণনা করার জন্য ভাষা পাই না, (এক অদ্ভুত অবস্থা সৃষ্টি হয়, হৃদয়ে এক অদ্ভুত আনন্দ অনুভূত হয়, যাকে ভাষায় প্রকাশ করা খুব কঠিন) তিনি (আ.) বলেন, হৃদয়ের যে অবস্থা হয়ে থাকে হৃদয়ই সেটি অনুভব করতে পারে। অনুভূত হলেই সঠিকভাবে বিষয়টি বোঝা যায় এবং নিত্য নতুন জ্যোতিঃ তখন সে লাভ করে। মানুষের কেবল এটি নিয়ে গর্ব করলে চলবে না আর একেই নিজের উন্নতির পরম মার্গ মনে করা উচিত নয় যে, কোন কোন সময় তার মধ্যে বিগলন সৃষ্টি হয়। (নামাযে কখনো কখনো কান্নাকাটি করা বা বিগলন সৃষ্টি হওযা কোন বড় বিষয় নয়। এটিকেই উন্নতির পরম মার্গ মনে করে বসো না। তিনি (আ.) বলেন, " মনের এই বিগলন ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে। বিগলনের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, অনেক সময় মানুষ উপন্যাস পাঠ করে আর এর বেদনাপূর্ণ স্থানে পৌঁছে অবলীলায় কেঁদে ফেলে। সে খুব ভালোভাবে জানে যে, এগুলো মিথ্যা এবং কল্প-কাহিনী মাত্র (তা সত্ত্বেও সে কাঁদে।) অতএব, কেবল কান্না করা বা মন বিগলিত হওয়াই যদি প্রকৃত আনন্দ ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তির উৎস হত তাহলে আজকের ইউরোপের (অধিবাসীদের) চেয়ে বেশি আধ্যাত্মিক স্বাদ ও আনন্দের অভিজ্ঞতা অন্য কারো থাকত না। (কেননা, এখানকার মানুষ কথায় কথায় আবেগাপ্লুত হয়ে কাঁদতে শুরু করে দেয়।) তিনি (আ.) বলেন, হাজার হাজার উপন্যাস প্রকাশিত হয় আর লক্ষ কোটি মানুষ তা পড়ে কাঁদে।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩৮-২৪০)

তারা কাহিনী পড়ে কাঁদে, নাটক দেখে কাঁদে, নিজের এমনি কোন ঘটনা বর্ণনা করার সময় অন্যরা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে। এটি কোন আধ্যাত্মিকতার উন্নতি নয়। মানুষ যদি পাপকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলে এবং শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে যদি পুণ্য করে তবেই আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হয়।

এরপর তিনি (আ.) নেকী বা পুণ্যের অংশসমূহের বিশদ বর্ণনা করেছেন। প্রথমে ছিল দুটি দিক, একটি হল শিরক বা অংশীবাদিতা পরিহার করা এবং নেকী বা পুণ্য করা। এখন এর আরো দুটি অংশ তিনি বর্ণনা করছেন। তিনি (আ.) বলেন, মানুষ যত নেককর্ম করে সেগুলি দুই ভাগে বিভক্ত। একটি হল ফরয বা আবশ্যিক দায়িত্ব অপরটি হল নফল বা অতিরিক্ত দায়িত্ব। (নেকীর দুটি অংশ, একটি ফরয বা আবশ্যিক নেকী আর অন্যটি নফল নেকী।) ফারায়েয অর্থাৎ, যা মানুষের জন্য আবশ্যক করা হয়েছে। যেমন ঋণ পরিশোধ করা মানুষের জন্য আবশ্যক। (কারো কাছ থেকে ঋণ নিলে ঋণ পরিশোধ করা মানুষের কর্তব্য) বা কেউ যদি আপনার সাথে নেকী বা উত্তম ব্যবহার করে, প্রত্যুত্তরে তার সাথেও নেকী বা উত্তম ব্যবহার করা এগুলো আবশ্যক কর্তব্য। এই সকল আবশ্যিক দায়িত্ব ছাড়াও প্রত্যেক পুণ্যের সাথে কিছু নফলও থাকে যা অতিরিক্ত নেকী অর্থাৎ এমন নেকী যা তার দায়িত্বের উর্ধ্বে, যেমন কেউ যদি অনুগ্রহ করে প্রত্যুত্তরে অনুগ্রহের পাশাপাশি অতিরিক্ত অনুগ্রহ করা এটি নফল, (কেউ অনুগ্রহ করেছে প্রত্যুত্তরে অনুগ্রহ করে আবার বেশি দেয়, এটি হল নফল) এগুলো আবশ্যকীয় দায়িত্বের পরিশিষ্ট স্বরূপ, এরফলে ফরয পূর্ণতা লাভ করে, (আবশ্যকীয় দায়িত্ব পরিপূর্ণতা লাভ করে।) হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন: আল্লাহ্‌র ওলী বা বন্ধুদের ধর্মীয় দায়িত্বের পূর্ণতা আসে নফল ইবাদতের মাধ্যমে। হাদীস বর্ণনা করে এর ব্যাখ্যা করছেন যে, আল্লাহ্‌র যারা ওলী বা বন্ধু তাদের ধর্মীয় দায়িত্বের পূর্ণতা আসে নফলের মাধ্যমে। যেমন যাকাতের অতিরিক্ত তারা সদকা করেন তখন আল্লাহ এমন লোকদের বন্ধু হয়ে যান। আল্লাহ্‌ তা'লা বলেছেন, আল্লাহ্‌র বন্ধুত্ব তাদের সাথে এমন পর্যায় পৌঁছে যে, আমি তাদের হাত, পা হয়ে যাই। হাদীস অনুসারে আল্লাহ্‌ বলেন, আমি তাদের হাত, পা এমন কি তাদের জিহ্বা হয়ে যাই, মুখ হয়ে যাই, যার মাধ্যমে তারা কথা বলে।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩-১৪)

মানুষ ঈমানের ক্ষেত্রে যখন উন্নতি করে, খোদার সত্তায় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে উন্নতি করে আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নেক কাজ করে তখন খোদা তা'লা বর্ধিত নেকী বা পুণ্যের তৌফিক দেন, তাদেরকে স্বীয় দানে ভুষিত করেন। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

" ইসলামের জন্য খোদা তা'লার প্রকৃতিতে বিরজমান নীতি হল এক পুণ্য থেকে অন্য পুণ্যের জন্ম হয়। আমার মনে আছে, তাজকেরাতুল আউলিয়ায় আমি পড়েছিলাম যে, এক অগ্নি পূজারী ৯০ বছরের পৌঢ় ছিল। দৈবক্রমে অবিরাম বৃষ্টি আরম্ভ হয়, সেই বৃষ্টিতে ঘরের ছাদে উঠে সে চড়ুই পাখিকে শস্যদানা খাওয়াচ্ছিল। (অবিশ্রান্ত বৃষ্টির সময় ছাদে গিয়ে চড়ুই পাখি বা অন্যান্য পাখিকে শস্যদানা খাওয়াচ্ছিল।) প্রতিবেশি কোন বুযর্গ (কোন বুযুর্গ মুসলমান) পাশ থেকে বলেন, বুড়ো তুমি কি করছ! উত্তরে সে বলল, ভাই, ছয় সাত দিন অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে, তাই চড়ুই পাখিকে শস্যদানা খাওয়াচ্ছি। সেই বুযর্গ বলেন, তুমি বৃথা কাজ করছ, এতে তোমার কোন লাভ নেই, তুমি কাফের, তুমি কি-বা প্রতিদান পাবে? (তুমি কি পুণ্য পাবে? তুমি তো অবিশ্বাসী বা কাফের।) সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি বলেন, আমি এর পুরস্কার অবশ্যই পাব। (খোদার পবিত্র সত্তায় তার বিশ্বাস ছিল। সেই ব্যক্তির ফিতরত বা প্রকৃতি নেক ছিল, তার মন বলছিল যে, সে অবশ্যই পুরস্কার পাবে। "সেই বুযর্গ বলেন, আমি হজ্জে গিয়ে দূর থেকে দেখি যে, সেই বৃদ্ধ (অগ্নি পূজারী) খানা কাবার তাওয়াফ করছে। (যে চড়ুই পাখিকে শস্যদানা খাওয়াচ্ছিল) তাকে দেখে আমি আশ্চার্যান্বিত হই, আমি এগিয়ে গেলে, (আমার কোন প্রশ্ন করার পূর্বেই) সেই ব্যক্তি বলে যে, পাখিকে শস্যদানা খাওয়ানো কি বৃথা গিয়েছে, তার কি প্রতিদান পাই নি? আমি মুসলমান হয়ে এই যে আজকে হজ্জ করছি, চড়ুই পাখিকে শস্যদানা খাওয়ানোর প্রতিদানেই আল্লাহ্ আমাকে এই পুরস্কার দিয়েছেন। তো খোদা এভাবে স্বীয়দানে ভূষিত করেন। পুনরায় তিনি (আ.) বলেন: ভেবে দেখার বিষয় হল আল্লাহ যেখানে এক কাফেরের পুণ্যকে বৃথা যেতে দেন নি, তিনি কী মুসলমানের নেক কর্মকে বৃথা যেতে দিতে দিবেন? এক সাহাবীর কথা আমার মনে পড়ল। তিনি বলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আমার কুফরি বা অবিশ্বাসের যুগে অনেক সদকা-খয়রাত করেছি বা করতাম। (আমি কাফের ছিলাম, সদকা খায়রাত করতাম, নেক কাজের চেষ্টা করতাম আমি কি সেই সবের কোন পুণ্য বা প্রতিদান পাব?) তিনি (সা.) বলেন, সেই সদকা-খায়রাতই তো তোমার ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছে।" সেই সকল নেক কর্ম বা সদকা-খায়রাতেরই এটি প্রতিদান যে তুমি আজকে মুসলমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৪-৭৫, থেকে সংকলিত)

বৈধ কর্ম একটা সীমার ভিতরেই থেকে করা উচিত, এটিই নেকী। এটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"পুণ্যের আরেকটি মুল হল জাগতিক ভোগ বিলাস বা কামনা বাসনা যা বৈধ এগুলোর ক্ষেত্রেও সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। যেমন খাদ্য, পানাহার আল্লাহ্ হারাম করেন নি কিন্তু সেই পানাহারকেই যদি কোন ব্যক্তি দিবারাত্রির কর্মব্যস্ততা বানিয়ে ফেলে আর ধর্মের উপর এটিকে প্রাধান্য দেয়, সত্যিকার অর্থে এসব জাগতিক ভোগ উপভোগের উদ্দেশ্য হল জাগতিক কাজ কর্মের ক্ষেত্রে মানুষের সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব যেন দুর্বল না হয়। আল্লাহ্ তা'লা খাদ্য পানীয় উপভোগ্য করে তুলেছেন এজন্য যে মানুষ যেন শক্তি পায় আর খোদা কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্ব যেন মানুষ পালন করতে পারে। খাওয়ার সময় যেন এই দৃষ্টিভঙ্গি সামনে থাকে যে, স্বাস্থ্য যেন দুর্বল না হয়। এর দৃষ্টান্ত এভাবে দেওয়া যায়, যেভাবে এক ঘোড়ার মালিক যখন দীর্ঘ সফর করে, তখন প্রত্যেক চৌদ্দ-পনের মাইল পর ঘোড়ার দুর্বলতা অনুভব করে ঘোড়াকে বিশ্রাম দেয় আর নেহারী বা কোন খাদ্য দেয় যেন ঘোড়ার সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। একইভাবে নবীরা যে জগতকে উপভোগ করেছেন তা এই অর্থেই, নবীরাও পানাহার করেন বিভিন্ন জিনিসের মাধ্যমে তারাও প্রশান্তি লাভ করেন, বিয়ে শাদী, সন্তান-সন্ততি, পানাহার, জাগতিক বিভিন্ন জিনিস তারাও ব্যবহার করেন, এই অর্থেই তারা এসব উপভোগ করেছেন । কেননা পৃথিবীর সংশোধনের গুরুদায়িত্ব তাদের ওপর ন্যাস্ত ছিল। খোদার হাত যদি তাদের সমর্থনে না থাকত তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে যেতেন।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৭৪-৩৭৫)

যেভাবে ঘোড়ার মালিক ঘোড়ার শক্তি বহাল রাখার জন্য খাওয়ায়, পান করায় অনুরূপভাবে নবীরাও যে ভালো জিনিস খান, পান করেন বা ব্যবহার করেন তার উদ্দেশ্য হল তারা যেন পৃথিবীর সংশোধনের দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ করেন।

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বিরুদ্ধে হযরত খলীফা আউয়ালের কাছে কেউ আপত্তি করে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পোলাও কেন খান। আপত্তিকারী বলে যে, শুনেছি মির্যা সাহেব নাকি পোলাও খান? খলীফা আউয়াল (রা.) বলেন যে, আমি তো কুরআন বা হাদীসে কোথাও পড়িনি যে, ভালো খাবার খাওয়া নবীদের জন্য বৈধ নয়।

[রেজিস্টার রেওয়াইয়াত সাহাবা (অপ্রকাশিত)]

খেলে অসুবিধা আপত্তি কিসের? এমন আপত্তিও মানুষের মাথায় দানা বাধে। মানুষ মনে করে যে, তিক্ত খাবার খাওয়াই বড় বুযর্গী। এটি ভ্রান্ত কথা, সেই রীতি আমাদের অনুসরণ করা উচিত যা মহানবী (সা.) আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এক সাহাবীকে তিনি (সা.) বলেছিলেন যে, আমি ভালো খাবার খাই, ভালো কাপড়ও পরিধান করি। আমি বিয়েও করেছি, আমার সন্তান-সন্ততিও রয়েছে, আমি ঘুমাইও আর ইবাদতও করি। তাই আমার সুন্নত বা রীতি তোমাদের অনুসরণ করা উচিত।

(তাফসীর দুররে মানসুর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩১, বেরুতে মুদ্রিত)

যাই হোক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

এইসব কাজে হারিয়ে যাওয়া নবীদের রীতি ছিল না, (জাগতিক কাজকর্মে ভোগ বিলাসে তাঁর মত্ত হতেন না।) এটি একটি বিষ, এক পাপাচারী যা ইচ্ছে তাই করে, যা ইচ্ছে তাই খায়, একইভাবে যদি পুণ্যকর্মও করে তাহলে খোদার পথ তাদের জন্য উন্মোচিত হয় না। (এক পাপাচারী জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে খায়, পান করে, সমস্ত জাগতিক বা বৈষয়িক কাজ করে) যে খোদার কারণে পা বাড়ায়, খোদা অবশ্যই তার মূল্যায়ণ করেন। আল্লাহ্ বলেন যে, اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى (আল-মায়েদা: ৯) আরাম করা এবং পানাহারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার নাম হল তাকওয়া। কেবল ব্যভিচার করা বা চুরি করাই পাপ নয় বরং বৈধ কাজের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা উচিত নয়। " (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৭১)

যেসব বিষয় বৈধ সে ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখার নাম তাকওয়া, এটিও নেকী। সরকারের সাথে নেক ব্যবহার আর সাধারণ সম্পর্কের গণ্ডিতে আত্মীয়স্বজনের সাথে সৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নেকী কি, শিক্ষার এই অংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন-

" আমাদের শিক্ষা হল সবার সাথে নেক ব্যবহার কর। সরকারের সত্যিকার অর্থে আনুগত্য করা উচিত। কেননা, তারা নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন, (সরকার বা গভর্মেন্টের আনুগত্য করা উচিত, কেননা তারা সত্যিকার অর্থে নাগরিকদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করছে) প্রাণ এবং সম্পদ তাদের কারণে নিরাপদ। আত্মীয়স্বজনের সাথে নেক ব্যবহার এবং ভালো ব্যবহার করা উচিত, কেননা তাদেরও প্রাপ্য অধিকার রয়েছে। যে মুত্তাকী নয়, বেদাত এবং শিরকে যে লিপ্ত এবং আমাদের যে বিরোধী তাদের পিছনে নামায পড়া উচিত নয়। (নেক ব্যবহার কর; কিন্তু নেকী করার অর্থ এই নয় যে, আমাদের বিরোধী যারা বিদাতে লিপ্ত তাদের পিছনে নামায পড়া আরম্ভ করবে। নামায পড়বে না) কিন্তু তাদের সাথে অবশ্যই নেক ব্যবহার করা উচিত। (যতই বিরোধী হোক,নেকী করতে হবে) আর আমাদের নীতি হল সবার সাথে নেক ব্যবহার কর, পুণ্য কর। যে পৃথিবীতে মানুষের সাথে পুণ্য করতে পারে না সে পরকালে কী পুরস্কার পেতে পারে? সকলের জন্য হিতাকাঙ্খি হওয়া উচিত। ধর্মীয় বিষয়ে অবশ্য দূরে থাকতে হবে। যেভাবে ডাক্তার সকল রোগীর রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা করে, তা সে হিন্দু হোক বা খ্রিষ্টান বা অন্য কেউ হোক না কেন। অনুরূপভাবে নেকী করতে গিয়ে পুণ্য করতে গিয়ে সার্বজনীন রীতি সামনে রাখা চাই। কেউ যদি বলে যে রসূলে করীম (সা.) এর যুগে কাফেরদের হত্যা করা হয়েছে কেন? এর উত্তর হল কষ্ট-যাতনা দেওয়ার ক্ষেত্রে, মুসলমানদেরকে বিনা কারণে হত্যার কারণে তারা অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছে। তারা জুলম করত, অন্যায় করত এর শাস্তি স্বরূপ তাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তারা শাস্তি পেয়েছে অপরাধি হিসেবে। শুধু অস্বীকারের কারণে শাস্তি পায় নি। সরলতা বশতঃ যদি অস্বীকার করে আর এর সাথে দুষ্কর্মের যদি আশ্রয় না নেয় মানুষকে কষ্ট না দেয় তাহলে পৃথিবীতে এর জন্য কোন শাস্তি নেই।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩১৯-৩২০)

পুণ্যের গণ্ডিকে কতটা বিস্তৃত করা উচিত এ সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন যে, স্মরণ রেখ! সহানুভূতির গণ্ডি আমার দৃষ্টিতে অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। কোন জাতি এবং ব্যক্তিকে এর বাইরে রাখা উচিত নয়। আমি আজকের অজ্ঞদের মত এটি বলব না যে, তোমরা শুধু মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। না, আমি বলব যে, হিন্দু, মুসলিম নির্বিশেষে খোদার সমগ্র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীল হও। আমি কখনও এমন লোকদের কথা পছন্দ করি না যারা সহানুভূতিকে শুধু নিজেদের জাতির সাথেই সম্পৃক্ত রাখে। এদের কেউ কেউ এই ধারণাও রাখে যে, চিনির সিরার পাত্রে হাত ডুবিয়ে এরপর সেই সিরা সিক্ত হাত তিলে ডুবিয়ে যতটা তিল তাতে লেগে যায় ততটা মানুষকে প্রতারিত করা বৈধ। (এটি কোন কোন অ-আহমদীদের দৃষ্টিভঙ্গী। চিনির সিরা বা মধুতে হাত ডুবিয়ে বের কর এরপর সেই ভিজা হাত তিলের স্তুপে

ডুবিয়ে দাও, যতটা তিল হাতে লেগে যাবে ততটা মানুষকে ধোকা দেয়া বৈধ, ততটা মানুষের অধিকার খর্ব করা বৈধ।) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, এটি অনেক বড় পাপ। এমনটি বৈধ নয়, তাদের এমন বাজে এবং অর্থহীন ধ্যান ধারণা অনেক ক্ষতি করেছে। তাদেরকে প্রায় বন্য এবং হিংস্র প্রাণীতে পরিণত করেছে। (আর এটিই আজকের মুসলমানদের অবস্থা।) আমি তোমাদেরকে বার বার এ নসিহত করব যে, তোমরা কোনক্রমেই সহানুভূতির গণ্ডিকে সমীবদ্ধ করো না, সহানুভূতির জন্য সেই শিক্ষা অনুসরণ কর যা আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন। অর্থাৎ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى (সূরা নাহল: আয়াত-৯১) প্রধানত পুণ্যের ক্ষেত্রে আদলকে দৃষ্টিতে রাখ, যারা তোমাদের সাথে পুণ্য করে তার সাথে পুণ্য কর। এরপরের স্তর হল তার চেয়ে বেশি পুণ্য তার প্রতি কর, এটিকে বলা হয় এহসান। এহসান যদিও আদলের চেয়েও উন্নত স্তর এবং এটি অনেক বড় নেকী কিন্তু এহসানকারী কোন কোন সময় খোঁটা দিয়েও বসতে পারে। এইসব কিছুর উর্ধ্বে একটি ধাপ রয়েছে আর সেটি হল এই যে, মানুষের এমনভাবে নেকী করা উচিত যা ব্যক্তিগত ভালোবাসার বশবর্তী হয়ে থাকে তাতে অনুগ্রহ প্রদর্শন বা খোঁটা দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। যেভাবে মা সন্তানের লালন পালন করে থাকে। এই লালন-পালনের ক্ষেত্রে মা কোন পুরস্কার বা কোন প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখে না বরং সহজাত প্রেরণার বশবর্তী হয়ে সন্তানের জন্য নিজের যাবতীয় সুখ-সাচ্ছন্দকে বিসর্জন দেয়। এমন কি যদি কোন বাদশাহ কোন মা-কে নির্দেশ দেয় যে, তুমি তোমার সন্তানতে দুধ পান করাবে না আর এর ফলে সন্তান যদি মারাও যায় কোন শাস্তি তোমাকে দেওয়া হবে না। মা এমন নির্দেশ শুনে কি আনন্দিত হবে? সেই আদেশ কী শিরোধার্য করবে? মোটেই না। বরং সেই মা অন্তরে সেই বাদশাহকে ধিক্কার জানাবে যে এমন নির্দেশ কেন দিল। তো এভাবে পুণ্য বা নেকী হওয়া উচিত। স্বভাবজাত প্রেরণার পর্যায়ে তা পৌঁছানো উচিত। কোন জিনিস উন্নতি করতে করতে তার পরম মার্গে যখন পৌঁছে যায় তখনই সেই নেকী পূর্ণতা লাভ করে।" (মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮৩)

পুণ্য এমন হওয়া উচিত যেন সব সময় পুণ্যের ধ্যান-ধারনাই অন্তরে বিরাজ করে। সহজাত প্রেরণায় মানব জাতির প্রতি সহানুভূতির নাম হল "ইতাইযিল কুরবা" । পুণ্যকে ধারাবাহিকতার সাথে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হল যদি তোমরা সম্পূর্ণভাবে নেক হতে চাও পুণ্যকে "ইতাইযিল কুরবা" অর্থাৎ স্বাভাবিক পর্যায়ে উন্নীত কর। কোন জিনিস উন্নতি করতে করতে এই স্বাভাবিক কেন্দ্রে যদি না পৌঁছে সে পরম মার্গে উপনীত হতে পারে না। "

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮৩)

স্মরণ রেখো! আল্লাহ্ তা'লা পুণ্য বা নেকীকে খুবই ভালোবাসেন, তিনি চান যে, তাঁর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শিত হোক। যদি তিনি পাপ পছন্দ করতেন তবে পাপ করার নসীহত করতেন; কিন্তু খোদার পবিত্র মহিমা এর উর্ধ্বে, সুবহানাহু ওয়াতায়ালা শানুহু। "

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮৪)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন নেকী বা পুণ্য যেন খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে আমরা করতে পারি। আর আল্লাহ্ তা'লা পুণ্যের ক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার যে লক্ষ্য আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন তা যেন অর্জনকারী হই।

নামাযের পর আমি কয়েকটি গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথম জানাযা জনাব হামীদ মকসুদ আতেফ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহর, যিনি প্রফেসর মাসুদ আহমদ আতেফ সাহেবের পুত্র, তিনি ২২ অক্টোবর কিডনি অকেজো হয়ে যাওয়ার কারণে রাবওয়া তাহের হার্ট ফাউন্ডেশনে ৪৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত আব্দুর রহিম দারদ সাহেবের দৌহিত্র ছিলেন। তার পিতা ছিলেন প্রফেসর মাসুদ আহমদ আতেফ সাহেব । ১৯৫৫ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত তিনি তালিমুল ইসলাম কলেজে পদার্থ বিদ্যা পড়ানোর সুযোগ পেয়েছেন। মাকসুদ আতেফ সাহেব মাসুদ আতেফ সাহেবের পুত্র ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা রাবওয়ায় অর্জন করেন, এরপর জীবন উৎসর্গ করেন, জামেয়ায় ভর্তি হন, ১৯৯১ সনে শাহেদ পাশ করেন। প্রথমে সেনাবাহিনীতে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, এক স্বপ্নের ভিত্তিতে তিনি কলেজ ছেড়ে জামেয়ায় ভর্তি হন। সেখান থেকে শাহেদ ডিগ্রি করেন এবং মুরব্বী হন। আল্লাহ্ তা'লার ফজলে স্ত্রী ছাড়া দুই কন্যা এবং এক পুত্র তিনি রেখে গেছেন। তার তিন সন্তানই পড়া লেখা করছে। ছোট ছেলে মাদ্রাসাতুল হিফজে কুরআন মুখস্ত করছে রাবওয়ায়। মাকসুদ আতেফ সাহেব ১৯৯১ সনে জামেয়া থেকে পাশ করার পর পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন পদে থেকে সেবা করেছেন। এরপর ফরাসী ভাষা শিখার জন্য ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৯৭ সনের মে মাসে আইভোরিকোষ্টে মুরব্বী হিসেবে তাকে পাঠানো হয়। ২০০২ পর্যন্ত আইভোরিকোষ্টে খেদমতের তৌফিক পেয়েছেন এরপর ২০১৬ পর্যন্ত বুরকিনাফাঁসোতে জামাতের খেদমতের সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর কিডনির রোগে আক্রান্ত হলে তাকে পাকিস্তান পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

তাঁর স্ত্রী বলেন যে, আমি যখন আইভোরিকোষ্টে যাই বড় পরিশ্রম করে আমাকে ফ্রেঞ্চ ভাষা শিখিয়েছিলেন যেন আমার দৈনন্দিন কার্যকলাপ এবং মানুষের সাথে লেনদেন সহজ হয় আর লাজনার তরবিয়তের ক্ষেত্রেও যেন ভূমিকা রাখতে পারি। তার মুখে হাসি লেগে থাকত। তার বেশির ভাগ সাথী সঙ্গীরা লিখেছেন যে, মুখে হাসি লেগে থাকত, কোন কৃত্রিমতা ছিল না তার ভিতর। বুদ্ধিমান ছিলেন, রসিকতা বোধ ছিল। বড়দের এবং সাথিদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এতায়াত এবং আনুগত্যের প্রেরণায়ও তিনি সমৃদ্ধ ছিলেন। তিনি ছিলেন এক নি:স্বার্থ মানুষ। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তান সন্ততিকে আল্লাহ্ তা'লা ধৈর্য দিন এবং দৃঢ় চিত্ত করুন, তার পুণ্য এবং নেকী ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হল আলী সাঈদী মুসা সাহেবের, তাঞ্জানিয়ার সাবেক আমীর ছিলেন তিনি। ৩০ সেপ্টেম্বর ৬৭ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। ১৯৫০ এ তাঞ্জানিয়ার চাটাম্বনিয়ায় তার জন্ম হয়। ১৯৮০ তে দারুস সালাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন, অর্থনীতিতে বি.এ পাশ করেন এবং এরপর এগ্রিকালচার ইকোনোমিকস ডিগ্রি অর্জন করেন। বিভিন্ন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে কুরআনের ইয়াউ ভাষায় অনুবাদ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারী কাজের ব্যস্ততার কারণে তিনি অনেক সময় লাগিয়ে দেন। তখন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে তাকে বলেন যে, এই গতিতে অনুবাদ করতে অন্তত ত্রিশ বছর লেগে যাবে এবং তিনি উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করেন। হুযূরের এই কথা শুনে তিনি আবেগাপ্লুত হন এবং অঙ্গীকার করেন যে খুব দ্রুত কুরআনের অনুবাদের কাজ শেষ করব। সব কাজ ছেড়ে দিয়ে কুরআনের অনুবাদের কাজে পূর্ণ মনোনিবেশ করেন আর পাঁচ বছরে অনুবাদের কাজ শেষ করেন। ২০০৬ সনে তাঁকে তাঞ্জানিয়া জামাতের আমীর নিযুক্ত করা হয়। আর বুরণ্ডি, মুজাম্বি এবং মালাম্বির জামাতও তার তত্তাবধানে ছিল, তার এমারতের যুগে জামাত সেখানে মাধ্যমিক বিদ্যালয় খুলে। জামাত বড় ভূখণ্ড ক্রয় করে। খুবই নিষ্ঠাবান, নিবেদিত প্রাণ এবং বিশ্বস্ত মানুষ ছিলেন, খিলাফতের সাথে গভীর ভালোবাসা ও অনুরাগের সম্পর্ক ছিল। স্ত্রী ছাড়াও তিন কন্যা এবং তিন পুত্র স্মৃতি চিহ্ন রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে তার পুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দান করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

তৃতীয় জানাযা শ্রদ্ধেয়া নুসরত বেগম সাদেকা সাহেবার। যিনি ইদানিং রাবওয়ায় বসবাস করছিলেন। ১৬ এবং ১৭ অক্টোবরের মধ্যবর্তী রাতে তাহের হার্ট ইনস্টিটিউটে তাঁর মৃত্যু হয়। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি জনাব মুমেন তাহের সাহেবের মাতা ছিলেন, যিনি আমাদের আরবী ডেস্কের ইনচার্জ। একত্ববাদের প্রতি ভালোবাসা, শিরক এবং বিদতের প্রতি তীব্র ঘৃণা, খোদা তা'লার উপর অগাধ আস্থা, গরীবদের লালন-পালন এবং নিজের পুণ্য লুকিয়ে রাখা ছিল তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। খুবই বিনয়ী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তার দাদা হযরত মিয়া আতাউল্লা সাহাবী ছিলেন। মওলানা বোরহানুদ্দিন সাহেবের অনুপ্রেরণায় তিনি কাদিয়ান এসে বয়আত করেছিলেন। আতাউল্লাহ সাহেব বয়আত করেছিলেন কাদিয়ান এসে। কুরআন সঠিকভাবে পড়ানোর গভীর আগ্রহ ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) যখন এই আহ্বান করেন যে, বড় বয়স্কা অশিক্ষিতা মহিলাদেরকেও কুরআন শেখার চেষ্টা করা উচিত, সেই সময় অনেক ৭০ বছর বয়স্কা মহিলারাও তার কাছে এসে কুরআন শিখেছেন বরং অনেকে অনুবাদও শিখেছেন। অ-আহমদী মহিলারা, মেয়েরা তার কাছে কুরআন পড়ত। অনেক মহিলা লাজনার সিলেবাস বা বই পুস্তক পড়ে তার কাছে পড়া লেখা শিখেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বই পড়ার গভীর আগ্রহ ছিল, অনেক নযম তার মুখস্থ ছিল, কালামে মাহমুদ, দুররে আযম, দুররে সামীন আর অনেক পঙক্তি তার মুখস্থ ছিল। তার ছেলে লিখেন যে, মাহমুদ কি আমীন নযমটি বেদনাতুর হৃদয়ে পড়তেন, অশ্রু বন্যা বয়ে যেত তার চোখ থেকে। বিদাতের বিরুদ্ধে তিনি গ্রামে অনেক কাজ করেছেন, দুর্বল ঈমানের মহিলারা যারা জাদু টোনায় যারা অভ্যস্ত ছিল বা জাদুটোনা করাতো এর বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম করে তাদের এই অভ্যাস দূর করেছেন আর প্রকৃত মু'মিনে রূপান্তরিত করার প্রতি তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। নামায গভীর বেদনার সাথে বিগলিত চিত্তে পড়তেন, কুরআন রীতিমত তেলাওয়াত করতেন। মরহুমা ওসীয়্যত করেছিলেন। তার চার পুত্রের একজন হলে মুমিন সাহেব, যেভাবে বলেছি। মুমিন সাহেব ছাড়া আরও চার সন্তান রয়েছে যারা জামাতের কাজ করছে। তাঁর মোট ছয় পুত্র তার। মরহুমার পদমর্যাদা আল্লাহ তা'লা উন্নীত করুন, তার সকল সন্তান সন্ততিকে তার পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দিন।

২০১৭ সালের আগস্ট মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান

রিপোর্ট ঃ আব্দুল মাজেদ তাহের

(অবশিষ্ট রিপোর্ট, ২৮ শে আগস্ট, ২০১৭)

এক ভদ্রমহিলা বলেন: প্রত্যেক জলসাই বিশেষ হয়ে থাকে, কিন্তু এই জলসাটি অসাধারণ ছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণে বিশেষ আকর্ষণ ছিল। খিলাফতের মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে আমাদের অনেক জ্ঞান বৃদ্ধি হয়েছে। হুযুরের ভাষণ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি।

আমীর নামে এক অতিথি জলসায় প্রথম অংশগ্রহণ করেছিলেন। জলসার পরিবেশ তাঁকে যারপরনায় প্রভাবিত করেছে। তিনি বলেন, আমি ফিরে গিয়ে এই বাণীই পৌঁছে দিব যে, এই জলসা এবং হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার উপর এক অবর্ণনীয় প্রভাব ফেলেছে। এটিকে কেবল অনুভবই করা যায়। অতএব প্রত্যেকের উচিত এই জান্নাত সদৃশ পরিবেশে কয়েক দিন কাটানো যাতে সেই প্রকৃত জান্নাত সম্পর্কে বিশ্বাস তৈরী হয়।

দিয়ানা সাহেবা নামে এক ভদ্রমহিলা, যিনি পেশায় একজন নার্স এবং জামাতে আহমদীয়ার সঙ্গে তার পরিবারের সুসম্পর্ক রয়েছে। তিনি স্বামী ও পুত্র সহ বোসনিয়ায় জমাতী অনুষ্ঠানাদি এবং গতিবিধিতে সানন্দে সহযোগিতা করেন। ভদ্রমহিলা স্বামী এবং পিতামাতা সহ নিজের খরচে জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন: গোটা ব্যবস্থাপনা সুচারুরূপে পরিচালিত হয়েছে। এই সমস্ত নিষ্ঠাবান কর্মীদের দেখে আমাদের নিজেদের লজ্জাবোধ হত যে, এরা আমাদের জন্য এত কষ্ট সহ্য করছে। এছাড়াও হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কর্মব্যস্ততা দেখেও আশ্চর্য হই যে, হুযুর আনোয়াার (আই.) কিভাবে এই সব কাজ হাসি মুখে করে যাচ্ছেন।

একভদ্রমহিলা বলেন: আমার কোন সন্তান ছিল না। তিন বছর পূর্বে আমার এক পুত্রের জন্ম হয়। তার মস্তিষ্কে কোন সমস্যা রয়েছে। বুদ্ধির বিকাশ ঘটছিল না। আমি হুযুর আনোয়ার (আই.) কে দোয়ার আবেদন করেছিলাম। পত্রের উত্তরে হুযুর আনেয়ার উত্তর দিয়েছিলেন, যে আল্লাহ্ কৃপা করুন।

এক অ-আহমদী বন্ধু মাহের সাহেব সস্ত্রীক নিজের খরচে এই জলসায় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, এখানে যেভাবে অতিথিদের খাতির আপ্যায়ন করা হয় এবং মানুষ যেরূপ স্নেহসূলভ আচরণ করেন, আমি সত্যিই বলছি যে, এরা যদি আমাদেরকে মেঝেতে ঘুমোতে বলে আর খাওয়ার হিসেবে কেবল শুকনো রুটিও দেয় আমাদের কোন অভিযোগ থাকবে না, কেননা, যে ভালবাসা আমরা এখান থেকে পেয়েছি পৃথিবীতে তার তুলনা নেই।

এক আহমদী ব্যক্তি নিজের আংটি তাবাররুক (বরকতমণ্ডিত) করার জন্য হুযুরের হাতে তুলে দেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) সহৃদয়তাপূর্বক সেই আংটিটি নিজের আঙুলে পরে রাখেন এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আংটির সঙ্গে স্পর্শ করিয়ে সেটি ফেরত দেন।

বোসনিয়ান অতিথিদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর এই সাক্ষাত অনুষ্ঠান ৬টা ৪০ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

মেসোডোনিয়া

মেসোডোনিয়া থেকে ৬৫ জন সদস্য জার্মানী জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ৩২ জন খৃষ্টান, ২৩ জন আহমদী এবং ১০ জন অ-আহমদী। এঁদের মধ্যে একজন জলসার শেষ দিনে বয়আত করার তৌফিক লাভ করেন। এঁদের অধিকাংশই মেসোডোনিয়া থেকে জার্মানী পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার কিমি পথ বাসে করে ৪২ ঘন্টা সময় ব্যয় করে আসেন। এই প্রতিনিধি দলে স্থানীয় বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের ৫ জন সাংবাদিকও ছিলেন এছাড়াও ছিলেন একজন জাতীয় টেলিভিশনের সাংবাদিক যিনি সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্নও করেছিলেন। সাংবাদিকগণ জলসার রেকডিংও করেন। তারা ২৮শে আগস্ট তারিখে হুযুর (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতকারের রেকডিং করেন যেগুলি ডকুমেন্টরীতে দেখাবেন।

দলের এক ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেন যে, সন্ত্রাসী আক্রমণ করার সময় খোদার নাম কেন উচ্চারণ করে? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: তারা ভুল কাজ করে আর অন্যায় কাজের ক্ষেত্রে খোদার নাম ব্যবহার করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এমন দুর্বৃত্তদের আমি শাস্তি দান করব; এই জগতে না হলেও পরলোকে শাস্তি দিব। এমন মানুষদের পরিণতি জান্নাত নয় বরং জাহান্নম হবে। খোদা তা'লা মানুষকে বলেছেন, তোমরা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করো না, শিশুদের থেকে তাদের পিতামাতার আশ্রয় ছিনিয়ে নিও না আর নিরীহ মানুষদেরকে হত্যা করো না। অতএব, খোদা তা'লা এমন জুলুম চান না। যারা এমনটি চায় এবং করে তারা শাস্তি পাবে। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এক ফরাসি সাংবাদিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের এক সদস্যকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, তোমরা যা কিছু কর ইসলাম কি এর আদেশ দেয়? সে উত্তরে বলেছিল, আমি কুরআন করীম পড়ি নি। ইসলামী শিক্ষা কি তা আমি জানি না। আমাদের নেতা আমাদেরকে যা আদেশ করেন আমরা তা পালন করি। ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। তাই এই হল তাদের ইসলাম এবং তাদের জ্ঞানের বহর। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: মুসলমানদের জন্য দুটি বিষয় আবশ্যক। প্রথমটি হল খোদা তা'লার অধিকার প্রদান করা এবং দ্বিতীয়টি হল খোদা তা'লার সৃষ্টির অধিকার প্রদান করা। এই দুটি বিষয় থাকলে তবেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

মেসেডোনিয়ার ব্রেভোর শহর থেকে আগত এক ভদ্রমহিলা বিলাগিস্তা ট্রেঞ্চুসকা যিনি পেশায় একজন উকিল, তিনি নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন: আমি জলসায় প্রথমবার যোগদান করছি। সমস্ত ব্যবস্থাপনা অসাধারণ ছিল, কোন প্রকার ত্রুটি চোখে পড়ে নি। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ আমার উপর খুব প্রভাব ফেলেছে। তাঁর বক্তব্য থেকেই আমি জানতে পেরেছি যে, ইসলামের অর্থ যুদ্ধ নয় শান্তি। বস্তুতঃ কিভাবে একটি সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে ইসলাম মানুষকে জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, পুণ্যের যেন জয় হয় এবং মন্দের পরাজয় হয়। আমরা যদি সকলে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর এই কথাগুলি মেনে চলি তবে পৃথিবী যুদ্ধ-বিগ্রহের পরিবর্তে শান্তি ও ভালবাসার নিবাস হয়ে উঠবে। বস্তুতঃ এটিই প্রত্যেক ধর্মের মূল শিক্ষা।

হুযুর আনোয়ার (আই.)- তাঁর ভাষণে বলেন, কেবল পাত্রটি পরিষ্কার হলেই চলবে না, সেই পাত্রে পরিবেশিত আহারও স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া উচিত। আমার মতে হুযুর আনোয়ার (আই.) আমাদের বোঝাতে চাইছেন যে, আমাদের কাজ যেন অন্তঃসারশূন্য না হয় বরং তা যেন পুণ্যময়ও হয়। অনুরূপভাবে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেছেন যে, ইসলামে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের সমান অধিকার রয়েছে। এর পূর্বে আমার ধারণা ছিল যে, ইসলাম মহিলাদেরকে কোন অধিকার দেয় না। কিন্তু এখানে আমি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কাছে শিখেছি যে, সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব মহিলাদের আর এক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আমি সংক্ষেপে বলতে চাই যে, মহিলারা বাসার খেয়াল রাখে আর পুরুষরা বাসার (পরিবারের) নিরাপত্তা প্রদানকারী। আমার মতে স্বামী হল পরিবারের মাথা আর স্ত্রী হল কাঁধ। উভয়েই পরস্পরের পরিপূরক হয়ে টিকে থাকে।

তিনি বলেন: জামাত আহমদীয়ার ইমামের নামায আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বয়আত অনুষ্ঠানও আমাকে প্রভাবিত করেছে। এমন মনে হচ্ছিল যেন, সময় স্তব্ধ হয়ে গেছে। চতুর্দিকে শুধুই মানুষের সমাগম যারা এই বিশেষ মূহুর্তটি থেকে বঞ্চিত হতে চায় না। সব রাস্তার মানুষ একই দিকে অগ্রসর হচ্ছে যেখানে ইমাম জামাত রয়েছেন। সেই সময় জলসা প্রাঙ্গনের বাইরের দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোন মরুভূমি, সম্পূর্ণভাবে জনপ্রাণীহীন হয়ে পড়েছিল। জলসায় আমি ইসলামের বিষয়ে অনেক কিছু শিখেছি। কথাগুলি হয়তো হারিয়ে যাবে, কিন্তু হৃদয়ে ইসলামের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা চিরকাল প্রতিষ্ঠিত থাকবে। হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত লাভের সময় আমি প্রথমবার তাঁকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেলাম। এই সাক্ষাত জলসার চিত্রগুলিকে রঙীন করে তুলেছে। আমি সেই মহান ব্যক্তির সাক্ষাত ও পরিচয় লাভ করলাম যাঁর ভাষণ সমস্ত মানুষের আত্মার গভীরে প্রবেশ করছিল। আমাকে তাঁর সাদামাটা এবং অনাড়ম্বরপূর্ণ ভাবভঙ্গিই মোহিত করেছে। তাঁর ভাবভঙ্গি থেকে অনুভুত হত যেন, তিনি সাধারণ মানুষের কাছে আসতে চান এবং তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে চান। মনে হচ্ছিল যেন, তিনি সকলকে এই বার্তাই দিতে চাইছিলেন যে, আমাকে দেখ, আমিও তোমাদের মতই একজন সাধারণ মানুষ। আমি এমন মহান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাত করতে চাইব।

মেসেডোনিয়া থেকে দুই বোন, নাতাশা তারাজ কোভিসকা এবং ইরিনা তারাজ কোভিসকা জলসায় যোগদান করেছিলেন। তাঁরা উভয়ে মনঃস্তত্ত্ববিদ্যার প্রফেসর। তাঁরা নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: জলসা এমন একটি মিলনকেন্দ্র যেখানে আমরা অনেক কিছু শিখেছি যা আমরা চিরকাল স্মরণ রাখব। আমরা হুযুর আনোয়ার (আই.) এবং তাঁর ভাষণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি। তাঁর ভাষণ শুনে মানুষ আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করে। আমরা এখানে ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি। আমরা এই মহান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করে যারপনায় আনন্দিত। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বিনয় এবং তাঁর সাধারণ মানুষের কাছাকাছি থাকা আমাদের মুগ্ধ করেছে। ভাষণ দানের সময় কোন বিষয়ের গভীরে গিয়ে তার সমস্ত দিক

নিয়ে আলোচনা করা এবং সে সম্পর্কে পথ-প্রদর্শন করা প্রশংসার দাবি রাখে। খলীফাতুল মসীহর নিকট থেকে আমরা স্নেহ, ভালবাসা, সুখ ও শান্তি অনুভব করেছি।

মেসোডোনিয়া থেকে আগত এক অতিথি ই গুরতুশোসকি বলেন: আমি এই ধরণের সমাবেশে এই প্রথম অংশগ্রহণ করছি। আমাদের আশপাশের সকলেই ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করছিল। এই অভিজ্ঞতার নিরিখে ইসলাম সম্পর্কে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি ঘটল। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কথাগুলি আমার আত্মাকে প্রশান্তি দিয়েছে। বিশেষ করে হলঘরে তাঁর আগমণের সময় মানুষের নারা ধারা ধ্বনি দেওয়া এবং সালাম করা দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। আমি এই তিন দিনে যা কিছু দেখেছি আমরা পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদেরকে জানাব। তাদেরকে এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখার জন্য জলসায় আসতে বলব। হুযুর আনোয়ার (আই.) কে হলের মধ্যে দেখে আমি ধারণা করি যে, তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারব না;কিন্তু সাক্ষাতের সময় আমি তাঁকে স্পর্শ করেছি, তাঁর সঙ্গে করমর্দন করেছি। সুযোগ পেলে আমি পুনরায় আসব।

* এক ভদ্রমহিলা বলেন: হুযুর আনোয়ার লাজনাদের উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেছিলেন যে, মহিলারা যেন কাজ না করে। মহিলাদের অধিকারগুলি কি কি? হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি বলেছিলাম সন্তানের সঠিক লালন-পালনের করতে হলে অন্য কোন কাজ না করাই উত্তম বরং সন্তানের সঠিক লালন পালনের দিকে দৃষ্টি দাও। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি জানি যে, অনেক মহিলা সন্তানের লালন-পালন এবং শিক্ষা-দীক্ষার দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়ে কাজ ছেড়ে দিয়েছেন আর সন্তান বড় হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় কাজে ফিরে গিয়েছেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: বলেন: মহিলাদের উচিত তাদের আবশ্যিক দায়িত্বাবলী পালন করা। যদি দুটি বিকল্প থাকে তবে দেখুন যে, কোনটি সব চেয়ে ভাল আর সেটিই গ্রহণ করুন।

এক ভদ্রমহিলা বলেন: হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁর ভাষণে বলেছিলেন যে, পুরুষ ও মহিলাদেরকে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। উভয়েই কাজ করে। মহিলারা নিজেদের কাজ করে আর পুরুষরাও নিজেদের কাজ করে। এবিষয়টি আমার খুব ভাল লেগেছে। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: জামাতের মহিলারা এটি মেনে চলে। যে মহিলারা বাড়িতে থাকে তাদের সন্তানেরা শিক্ষা-দীক্ষার দিক থেকে এগিয়ে থাকে। তাদের সঠিক লালন-পালন হয়। নিজের নিজের গণ্ডীতে থেকে উভয়ে কাজ করে। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: একটি জিনিস আপনি লক্ষ্য করেন নি যেটি দৃষ্টির অন্তরালে ছিল। জলসায় পুরুষরা মহিলাদের জন্য রান্না করছিল, অথচ বাড়িতে মহিলারা পুরুষদের জন্য রান্না করে থাকে।

মেসোডোনিয়া থেকে আগত অন্য এক মহিলা সাংবাদিক বলেন: জলসা আমার জন্য ইসলামের নতুন আঙ্গিকের দিশা দিয়েছে। এমন এক সময় ছিল যখন ইসলাম শব্দটিই আমার জন্য নিষিদ্ধ ছিল। আমি এখন ইসলামের নতুন পরিচয় লাভ করেছি। সাংবাদিক হিসেবে এই নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি এই চিন্তা-চেতনা নিয়ে মেসেডোনিয়া ফিরে যাচ্ছি। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে আমার যে সাক্ষাত লাভ হয়েছে তা আমার উপর গভীর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এটি আমার জন্য নতুন অভিজ্ঞতা ছিল যা আমি চিরকাল স্মরণ রাখব। আমি এই কারণে যারপরনায় আনন্দিত। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর চিত্তাকর্ষক ভঙ্গি এবং স্নেহসুলভ আচরণ আমাকে প্রভাবিত করেছে। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে ছবি তোলা আমার জন্য সম্মানের বিষয় এবং একটি স্মরণীয় মূহুর্ত। তাঁকে দেখে ইসলামের সত্যতার কথা স্মরণে আসবে। অর্থাৎ ইসলামকে বুঝতে হলে সরাসরি কুরআন করীম থেকে শিখতে হবে। প্রকৃত ইসলামের সঙ্গে মৌলবাদী ইসলামকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। সব শেষে এই কথাই বলব যে, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে আমি আশ্বস্ত হয়েছিলাম। আমি তাঁকে ধন্যবাদও জানাতে চাই যে, তিনি আমাকে নতুন পথ ও দিগন্তের দিকে পরিচালিত করেছেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে আমি ইসলামের স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হয়েছি।

ক্যালে রিসটেসকি নামে মেসোডোনিয়ার এক টিভি সাংবাদিক বলেন: আমি এই ধরণের সমাবেশে প্রথম অংশগ্রহণ করছি। সব কিছুই আমার জন্য নতুন ছিল। আমি মুসলমানদের বিষয়ে অনেক কিছু শিখেছি। জলসার কর্মীদেরকে দেখে মনে হচ্ছিল না যে তারা ক্লান্ত। এত মানুষ একত্রিত হয়েছিল আর তারা প্রত্যেকে নিজের নিজের কাজ করে চলেছে আর কারো কোন অভিযোগ নেই- আমার কাছে এটি বিস্ময়কর বিষয় ছিল। আমি এমন একটি স্থানে উপস্থিত থাকতে পেরে আনিন্দত। এদের মধ্যে অনেকে আমার বন্ধু হয়ে উঠবে আর বন্ধুরা তো সম্পদ হয়ে থাকে। এই জলসার পর আমি আপনাদেরকে ধনী বলে মনে করতে শুরু করেছি। হুযুর আনোয়ার (আই.)--এর সঙ্গে সাক্ষাতলাভও আমার উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। হুযুর আনোয়ার (আই.) প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সব সময় প্রস্তুত রয়েছেন। তিনি এমনভাবে উত্তর দিয়েছেন যে, মনে হচ্ছিল যেন তিনি প্রশ্নগুলি আগে থেকেই জানতেন। সব শেষে আমরা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে ছবি তুলি। এই কাজটি সকলে করে না। এটিও একথার প্রমাণ যে, তিনি এক মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

মেসোডোনিয়া থেকে আগত রডনি ডেওলস্কা নামে এক মহিলা টিভি সাংবাদিক বলেন: একজন টিভি সাংবাদিক হিসেবে এই জলসা আমার জন্য নতুন অভিজ্ঞতা ছিল। সাংবাদিকদের জন্য বৈশ্বিক স্তরের কোন নতুন ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। আমি নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করি যে, এই জলসা সরাসরি দেখেছি এবং এর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। জলসার ব্যবস্থাপনা আমার উপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। এই জলসায় আমি ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি। আমি তাদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছি যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। আমি মেসোডোনিয়া গিয়ে এই সমস্ত ধারণকৃত ভিডিও থেকে একটি তথ্যচিত্র তৈরী করব আর এই বার্তা মেসোডোনিয়ান জাতির কাছে পৌঁছে দিব। তিনি বলেন: হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত শক্তিশালী। তাঁর কাছে প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর আছে। তিনি প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর ধৈর্য্য ও শন্তিসহকারে দিচ্ছিলেন। এটি একথার প্রমাণ যে, তিনি মানুষের কত কাছে। হুযুরকে জিজ্ঞাসা করার মত আমার কাছে অনেক প্রশ্ন ছিল যা আমি করতে পারি নি; কিন্তু নিজেকে অনেক ভাগ্যবতী বলে মনে করি যে, তার এত কাছে যেতে পেরেছি। আশা করি,আমি আগামী বছর পুনরায় আসব।

একব্যক্তি 'মেরাজ' সম্পর্কে প্রশ্ন করেন যে,অন্যান্য মুসলমানদের মতবিশ্বাস হল মহানবী (সা.) সশরীরে আকাশে গিয়েছিলেন। হুযুর আনোয়ার (আই.)- বলেন: আমাদের মতবিশ্বাস হল মেরাজ হল এক আধ্যাত্মিক দৃশ্য।। প্রকৃতির নিয়মানুসারে কোন ব্যক্তি এইভাবে সশরীরে আকাশে যেতে পারে না। এখানে মানবীয় নিয়ম প্রযোজ্য। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: মেরাজে মহানবী (সা.) দ্বিতীয় আকাশে হযরত ঈসা (আ.)কে দেখেছিলেন আর অন্যান্য নবীদেরকেও দেখেছিলেন। সেই অনুসারে অন্যান্য নবীগণও হযরত ঈসা (আ.)-এর সঙ্গে জীবিত আছেন। কিন্তু বাস্তবে এমনটি নয়। ঈসা (আ.) জীবিত নেই, না অন্যান্য নবীরা জীবিত আছেন। বস্তুতঃ মেরাজের ঘটনাটি ছিল একটি আধ্যাত্মিক দৃশ্য।

মেসোডোনিয়ার এক সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সংগঠনে কর্মরতা তিনজন মহিলা, নাতালিয়া, উলিকুক এবং মারিজা সাহেবা জলসায় যোগদান করেন। তারা নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: সেখানে আমাদের আশেপাশে অনেক মুসলমান বসবাস করে; কিন্তু ইসলামের এই রূপ এবং এমন সামাজিক চিত্র আমাদের জন্য একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। আমরা আপনাদের জামাতের সদস্য, শিক্ষামালা এবং নেতৃত্ব নিরীক্ষণ করে দেখেছি। আর আমরা এই চেতনা ও উপলব্ধি নিয়ে ফিরে যাব যাতে সেখানকার মুসলমানদেরকে আপনাদের জামাতের রঙ্গে পরিচয় করাতে পারি। এই জামাত এবং এর জলসাগুলি অন্যান্য মুসলমানদের জন্য দৃষ্টান্ত। এমন শান্তিপূর্ণ শিক্ষা এবং সুব্যবস্থিত জামাত আন্তর্জাতিক স্তরে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা রাখে। এবার আমরা কারো আহ্বানে এসেছি, কিন্তু আশা করি আগামী বছর অতিথিদের সঙ্গে করে নিয়ে আসব আর আমরা নিজেই মেসোডোনিয়ার মুসলমানদের কাছে আপনাদের জামাতের পরিচয় তুলে ধরব।

অনিতা গোবিন্দরু নামে এক ভদ্রমহিলা নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি জলসা সালানার সমস্ত ব্যবস্থাপকদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আর প্রথমবার এই জলসায় এসে আনন্দিত হয়েছি। জামাতে আহমদীয়ার আতিথেয়তা আমাকে খুবই প্রভাবিত করেছে। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণও আমার খুব ভাল লেগেছে। মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা , তাঁর শান্তিময় সত্তা সমস্ত কিছুর উপর গভীর প্রভাবসৃষ্টিকারী ছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি বলেন: সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে খলীফার সুস্পষ্ট চিন্তাধারা আমাকে প্রভাবিত করেছে। তিনি মহিলাদের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে যে ইসলামী শিক্ষা বর্ণনা করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্নের তিনি যে উত্তর দিয়েছেন, সেটিও আমাকে প্রভাবিত করেছে। আমি তাঁর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ।

বুলগেরিয়া

বুলগেরিয়া থেকে ৫২ জন সদস্য এই জার্মানীর জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে ২০জন আহমদী এবং ৩২ জন অ-আহমদী ছিলেন। এদের মধ্যে আবার ৪৩ জন সদস্য বাসে করে ৩০ ঘন্টা পথ অতিক্রম জার্মানী পৌঁছান। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন, ব্যবসায়ী, উকিল, লেকচারার, ছাত্র এবং সাধারণ মানুষ।

একেনোভা নামে এক ভদ্রমহিলা বলেন: প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণ করছি। বুলগেরিয়ার আহমদীদের কাছে জলসা সম্পর্কে অনেক কিছু

শুনেছিলাম। সেখানে একাধিক জাতির মানুষ একত্রিত হয়েছিল। প্রত্যেকেই প্রেমসুলভ আচরণ করছিল। মানুষ যদি নিজের জীবনে পরিবর্তন আনতে চায় তবে তার এই জলসায় অবশ্যই আসা উচিত। এখানে আমি অনেক কিছু শিখেছি। দুটি বিষয়ের উল্লেখ অবশ্যই করব। প্রথমতঃ এখানে খোদার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক তৈরী শেখানো হয় এবং দ্বিতীয়তঃ মানুষকে পরস্পরকে ভালবাসতে এবং শ্রদ্ধা করতে শেখানো হয়।

বুলগেরিয়ান দলের এক অতিথি হলেন পিফকো আনেভ। তিনি বলেন: আমি প্রথমবার এমন আশিসময় জলসায় অংশগ্রহণ করছি। এটি আমার কাছে অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতা। এই জলসায় আমি শিখেছি যে, কেবল আহমদীরাই প্রকৃত শান্তির শিক্ষা দেয়, অপরকে সম্মান দেয় এবং পৃথিবীকে জান্নাত হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। এখানে সত্যিই জীবনের জ্যোতিঃ পাওয়া যায়। এমন জ্যোতিঃ যা মানুষকে জীবন দান করে। আমি এখন সারা জীবন মানুষকে এই বার্তাই পৌঁছাতে থাকব যে, আহমদীয়াতই হল প্রকৃত ইসলাম যা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা-সাধনা করছে। আমি নিজের জন্য দোয়ার আবেদন করতে চাই।

বুলগেরিয়ার প্রতিনিধি দলে এক অতিথি ছিলেন ডেমিরভ। তিনি বলেন: আমাকে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ অত্যন্ত প্রভাবিত করেছে যার মধ্যে মানুষকে ভালবাসার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এছাড়াও ছোটরা পানি পান করাচ্ছিল এবং প্রেমসুলভ আচরণ করছিল। যে জাতির শিশুরা এমন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তার ভবিষ্যত নিরাপদ।

এক ভদ্রমহিলা যিনি অর্থোডক্স খৃষ্টান তিনি বলেন: জলসায় অংশ গ্রহণ করে প্রশান্তি লাভ করেছি। শান্তি, প্রেম, ভালবাসা, পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধা এবং নিজের দুর্বলতাসমূহ দূর করার যে শিক্ষা এখান থেকে আমি পেয়েছি, আল্লাহ্ করুক পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম যেন এখান থেকে শেখে। আমি নিজের জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

মালিন নামে বুলগেরিয়ার এক অতিথি তাঁর দুই পুত্রসহ এই জলসায় আসেন। এই নিয়ে তিনি দ্বিতীয়বার অংশগ্রহণ করলেন। তাঁর ছেলে ইউসুফ সাহেব বলেন যে, আমি এখন উর্দু শিখছি। মালিন সাহেব নিজেই বলেন যে, আমি দ্বিতীয়বার জলসায় অংশগ্রহণ করছি। আমি যদি একশ বছরও জীবিত থাকি তবুও এই বাসনাই থাকবে যে প্রতি বছর যেন জলসায় অংশগ্রহণ করি আর জলসায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য যে বরকত রয়েছে তা অর্জন করতে থাকি। গত বছর আমি একা এসেছিলাম, এবছর আমি ছেলেদেরকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আমরা যা কিছু এখানে দেখেছি তা আমার কাছে অবর্ণনীয়। আমি ছেলেদেরকে দেখাতে চাইছিলাম যে, কিভাবে পরস্পরকে সম্মান করতে হয় আর কিভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মানুষ একাত্ম হয়ে পরস্পরকে ভালবেসে একত্রে থাকা যায়। আমার ছেলেদেরকেও জলসার ব্যবস্থাপনা খুব ভাল লেগেছে।

ডেসিসলায়া নামে এক খৃষ্টান মহিলা যিনি মনঃস্তত্ত্ববিদ্যার লেকচারার, তিনি জলসায় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি বলেন: প্রথম বার জলসায় অংশগ্রহণ করছি। এই জলসা একটি নিদর্শন। এখানে শান্তি, ভালবাসা এবং সম্মান পাওয়া যায়। এখানে আমি কোন ঝগড়া বিবাদ দেখি নি। প্রতেকেই পরস্পরের সেবা করছিল আর তারা হাসিমুখে কথা বলছিল। আমি স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য গ্রহণ করে থাকি। হাজার হাজার মানুষের মধ্যেও আমাকে তার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। অসুস্থ হলে সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ এনে দেওয়া হল। কেউই ভিআইপি ছিল না, সকলেই সমান ছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর খুতবা জুমা আমাকে প্রভাবিত করেছে। মানুষের সঙ্গে ভালবাসা, অপরের দোষত্রুটি গোপন রাখা, পরস্পরের সহায়তা করা, কারো দোষত্রুটি তার সামনে না রেখে তার জন্য দোয়া করা ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন তা শুনে আমি কেবল ভাবতে থেকেছি যে, আজ গোটা বিশ্বের মানুষ যদি তার কথা শুনত! পৃথিবী বাসী যদি সঠিক পথে আসতে চায় তবে তাঁর কথা শুনতে হবে এবং তাঁর শিক্ষা মেনে চলতে হবে।

এক যুবক বরকতের জন্য তার আংটিটি হুযুর আনোয়ার (আই.) কে পেশ করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) সেটিকে কিছুক্ষণ নিজের হাতে পরে থাকার ফিরিয়ে দেন।

বুলগেরিয়ার অতিথিদের সঙ্গে হুযুরের এই সাক্ষাত অনুষ্ঠান সাড়ে সাতটায় শেষ হয়।

ইতালি

ইতালি থেকে সাতজন অতিথি হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর সাক্ষাত লাভের জন্য আসেন।

একজন পিএইডি ভদ্রমহিলাও দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি খৃষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁকে সম্বোধন করে বলেন: আপনাকে দেখে একজন মুসলমান মনে হয়। আপনি নিজে কিছু করছেন না, যা কিছু হয় সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীনে হয়ে থাকে। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন: জলসা সালানার অভিজ্ঞতা খুব ভাল ছিল। জলসায় সর্বত্র শান্তি ও ভালবাসার বার্তাই দেখেছি। ফিরে গিয়ে সকলকে বলব যে, কিভাবে চল্লিশ হাজার মানুষ একটি জায়গায় কোন সমস্যা ছাড়াই শান্তি ও ভালবাসা সহকারে একসঙ্গে ছিল। কোন ঝগড়া বিবাদ ছিল না। যাওয়া আসার সকল রাস্তায় মানুষ সাচ্ছন্দে যাতায়াত করছিল। কোন ধাক্কাধাক্কি ছিল না। আমি মহিলাদের অংশেও গিয়েছিলাম। সেখানে মহিলা ও শিশুরা স্বাধীনভাবে নিজেদের অনুষ্ঠান করছিল।

*এক ভদ্রমহিলা নিজের স্বামীর সঙ্গে জলসায় যোগদান করেন। তিনি বলেন: আমি গত বছর বয়আত করেছি। প্রথমে আমি বয়আত করি আর পরে আমার বিয়ে হয়। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনি নিজের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। তিনি হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর কাছে পিতামাতার জন্য দোয়ার আবেদন করেন যে, তারা যেন আহমদীয়াত কবুল করার তৌফিক অর্জন করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে হিদায়াত দিন।

ইতালির অতিথিবর্গের সঙ্গে এই সাক্ষাত অনুষ্ঠান ৭টা ৩ ৫ মিনিটে শেষ হয়।

বুর্কিনাফাসো

এরপর বুর্কিনাফাসোর অতিথিরা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত অর্জনের সৌভাগ্য অর্জন করেন। বুর্কিনাফাসো থেকে সেখানকার জামাতের আমীর ছাড়াও ন্যাশনাল সেক্রেটারী তালিমও এসেছিলেন, যিনি সেখানকার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং একজন স্থানীয় মুয়াল্লিম।

মুয়াল্লিম সাহেব বলেন, তিনি ১৯৯৪ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ঘানার জামেয়া মুবাশ্বিরীন থেকে শিক্ষার্জন করেছেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) ন্যাশনাল সেক্রেটারী তালিম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এখানকার জলসা আপনার কেমন লেগেছে। তিনি উত্তর দেন যে, এখানে আমি অনেক কিছু শিখেছি। জলসার ব্যবস্থাপনা উৎকৃষ্ট মানের ছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: মাশাআল্লাহ॥ বুর্কিনাফাসোর জামাত নিষ্ঠাবান। জামাতের ব্যবস্থাপনাকে ভালভাবে অনুসরণ করছে। আফ্রিকার আরও অন্যান্য জামাতের থেকে এগিয়ে রয়েছে। খোদা তা'লা নিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদেরকে আরও উন্নতি দান করুন।

সেক্রেটারী তালিম এবং হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন:বুর্কিনাফাসোতে জামাতের হাইস্কুল নেই। কেবল একটিই স্কুল রয়েছে। এখন আরও হাই স্কুল নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সরকারী হাই স্কুলের মান ভাল নয়। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন আমি পূর্বেই নির্দেশ দিয়েছি যে, প্রাথমিক স্কুল তৈরীর কাজ অব্যাহত রাখুন। বর্তমানে আপনাদের পাঁচটি প্রাথমিক স্কুল রয়েছে। এখন পরিকল্পনা গ্রহণ করুন যে, প্রতি বছর তিন থেকে চারটি প্রাথমিক স্কুল তৈরী করবেন। প্রথমে প্রাইমারী স্কুল তৈরী করুন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: একটি হাইস্কুল নির্মাণের পরিকল্পনাও গ্রহণ করুন এবং প্রোগ্রাম তৈরী করে পাঠান। প্রথমে Feasibility রিপোর্ট তৈরী করে পাঠান। চিন্তাভাবনা করে দেখুন যে, কোথায় তৈরী করবেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: স্কুল ক্রমান্বয়ে তৈরী হয়। প্রয়োজন অনুসারে প্রতি দুই-এক বছর পর কয়েকটি করে কামরা বাড়িয়ে নেওয়া হয়। এইভাবে নিজেদের সাধ্য ও উপকরণের মধ্যে থেকে স্কুল নির্মাণ সম্পূর্ণ করা যায়। আফ্রিকাতে এইভাবেই তৈরী করা হয়। ক্রমান্বয়ে প্রশস্তিকরণের কাজ হয়ে থাকে। একটি প্রাথমিক স্কুল নির্বাচন করে সেখানে তিনটি কক্ষ নির্মাণ করে নিন। এতে প্রাইমারীর পাশাপাশি হাই স্কুলও শুরু করতে পারেন। এইভাবে প্রথমে একটি প্রাইমারী স্কুলকে হাইস্কুলে উন্নীত করুন আর অন্য কোন জায়গায় প্রাইমারী স্কুল করুন। হাইস্কুল চালু করার জন্য আবশ্যিক বিষয় হল সেখানে যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলি উপলব্ধ হতে হবে। তারপর স্কুল খোলার বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বুর্কিনাফাসোর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাৎ অনুষ্ঠান ৭টা ৫০ মিনিটে শেষ হয়।

'আমীন' অনুষ্ঠান

৯টার সময় হুযুর আনোয়ার (আই.) পুরুষদের হলঘরে আসেন যেখানে আমীন অনুষ্ঠান হয়। হুযুর আনোয়ার (আই.) ২৫ জন বালক-বালিকাদের কাছ থেকে কুরআনের একটি করে আয়াত শোনেন এবং শেষে দোয়া করেন।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের নাম:

মুবারক মাহমুদ, সারবাজ আলি চৌধুরি, সবুর আহমদ গৌরী, তাহসীন মাহমুদ, নাফীস আহমদ, ওয়েস আহমমদ, ইবতেসাম আহমদ, বাসেল আহমদ তূর, কামরান হামীদ, আকিফ আহমদ, নাজীব আহমদ।

ছাত্রীদের নাম:আইমান খান, বাসিমা সিদ্দিক, মানাহিল মাহমুদ, আফিয়া কিরন আহমদ, ফায়েযা আহমদ, ফারেহা নাদীম, আফরীন বাশীর, মালেহা মাহমুদ, উমরাহ আহমদ, যারা নাসের, তাহরীম বাজওয়া, সাহেবা যাফর ঈশা আহমদ।

আমীন অনুষ্ঠানের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) মগরিব এবং এশার নামায জমা করে পড়ান। নামাযের পর মাননীয় হায়দার আলী যাফর, মুবাল্লিগ ইনচার্জ জার্মানী, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর অনুমতিক্রমে এবং তাঁর উপস্থিতিতে ১৪টি নিকাহর ঘোষণা করেন। নিকাহর ঘোষণা শেষে

হুযুর আনোয়ার (আই.) দোয়া করেন এবং বিশ্রামকক্ষের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

২৯ শে আগস্ট
জার্মানী থেকে রওনা এবং লন্ডনে পদার্পণ

সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.) সকাল সাড়ে ৫টার সময় বায়তুস সুবুহ মসজিদে এসে ফজরের নামায পড়ান। আজকে তিনি ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে লন্ডন রওনা হবেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট অঞ্চল, এবং আশপাশের জামাতগুলি থেকে জামাতের অনেক সদস্যহুযুর আনোয়ার (আই.) কে বিদায় জানাতে সকাল থেকেই বায়তুস সুবুহ মসজিদ প্রাঙ্গনে একত্রিত হয়েছিলেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বেলা দশটার সময় নিজের বিশ্রামক;ক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন। কচিকাচাদের দল বিদায়ী নযম পাঠ করছিল। জামাতের সদস্যরা দূরে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) সকলের মধ্যে এসে ১০টা ১০মিনিটে দোয়া করেন এবং আসসালামো আলাইকুম বলেন। এরপর তিনি সফরসঙ্গীদের নিয়ে রওনা হন। রাস্তার উভয় পাশে জামাতের সদস্যরা হাত তুলে তাদের প্রিয় ইমামকে বিদায় জানাচ্ছিলেন। অনেকের চোখ থেকে বারিধারা ঝড়ে পড়ছিল। বিদায়ের এই মূহুর্তটি তাদের জন্য খুবই যন্ত্রনাদায়ক ছিল।

ফ্রঙ্কফুর্ট থেকে লন্ডন যাওয়ার পথে মাঝে বেলজিয়ামের (ব্রেসলসে) বায়তুস সালাম মসজিদে যাত্রা বিরতি গ্রহণ করা হয়। ফ্রঙ্কফুর্ট থেকে ব্রেসলসের দূরত্ব হল ৪০০ কিমি.।

ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে ব্রেসলস যাওয়ার সময় জার্মানীর আখন শহরের আগে বেলজিয়ামের সীমা আরম্ভ হয়ে যায়। বর্ডারে বেলজিয়াম জামাত থেকে বেলজিয়ামের আমীর সাহেব ডক্টর ইদরিস আহমদ সাহেব, আসদ মুজিব সাহবে, মুবাল্লিগ সিলসিলা ও জেনারেল সেক্রেটারী, তৌসিফ আহমদ সাহেব, মুবাল্লিগ সিলসিলা এবং সদর খুদ্দামুল আহমদীয়া, আফযাল আহমদ সাহেব, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওসায়া এবং মুবাশ্বির হাশমি সাহেব, ইনচার্জ মসজিদ হুযুর আনোয়ার (আই.)কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন। এখানে না থেমে সফর অব্যাহত থাকে এবং বেলজিয়ামের বাকি সফরটুকু তাদের গাড়ি এস্কার্ট করে নিয়ে যায়।

বায়তুস সালাম মসজিদে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর পদার্পণ

হুযুর আনোয়ার (আই.) বেলা ২টা ১০ মিনিটে বায়তুস সালামের আহমদীয়া মিশন হাউসে (ব্রাসেলস) পদার্পণ করেন। স্থানীয় জামাতের সদস্যবর্গ এবং ন্যাশনাল আমলার মেম্বাররা হুযুর আনোয়ার (আই.)কে সম্ভাষণ জানান। আশপাশের ১৩টি জামাত থেকে প্রায় ৭০০ আহমদী মিশন হাউসে একত্রিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে আরব নওমোবাঈনও ছিলেন। সকলেই হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর আগমণে উল্লসিত ছিল। বেলজিয়াম জামাতের আমীর সাহেব, মাননীয় ডক্টর ইদরিস আহমদ সাহেব এবং মুবাল্লিগ ইনচার্জ মাননীয় হাফিয এহসান সিকন্দর সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গ করমর্দন করেন। তানযীল আহমদ সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.)কে পুস্পস্তবক উপস্থাপন করেন অপরদিকে আদিলা শরীফ নামে একটি ছোট্ট মেয়ে হযরত বেগম সাহেব মাদ্দা যিল্লাহাল্লাহু-কে পুষ্পস্তবক পেশ করে। এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) মিশন হাউসে বিশ্রাম কক্ষের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

নামাযের জন্য মসজিদ প্রাঙ্গণে সামিয়ানা খাটানো হয়েছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.) বেলা আড়াইটার সময় সেখানে যোহর ও আসরের নামায জমা করে পড়ান। নামাযের পর তিনি মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেবের কাছে বিভিন্ন জামাত থেকে আগত সদস্য এবং নওমোবাঈনদের সম্পর্কে জানতে চান যে, কতজন নওমোবাঈন এসেছেন। মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব বলেন, কুড়ি জন পুরুষ ও ১৫জন মহিলা এসেছেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) তাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না সে সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করেন। মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব বলেন, সমস্ত অতিথিদের জন্যই আহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.)-বিশ্রমকক্ষের দিকে যান এবং ৩টা ২৫ মিনিটে তিনি বেরিয়ে এসে লাজনা হলে আসেন যেখানে মহিলারা হুযুরের যিয়ারত করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) ছোট মেয়েদের চকলেট উপহার দেন। হল থেকে বেরিয়ে আসার সময় হুযুর দেখেন যে, হলঘরের বাইরে ছোট বাচ্চারা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। হুযুর আনোয়ার (আই.) তাদেরকেও চকলেট দেন।

যুক্ত রাজ্যের জামেয়া আহমদীয়ায় শিক্ষারত বেলজিয়ামের ছাত্র সফীর আহমদ সাহেবকে তাঁর ছুটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) মুবাল্লিগ ইনচার্জ আসাদ মুজীব সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আজ তো বেশ গরম। আফ্রিকার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। (সেই সময় বেলজিয়ামে প্রচণ্ড গরম ছিল)

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.)-আসদ মুজীব সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সামিয়ানা কবে খাটানো হয়েছিল? তিনি এও নিরাপত্ত সংক্রান্ত বিষয়েও কিছু দিক-নির্দেশনা প্রদান করে বলেন যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভাল হওয়া উচিত।

জার্মানীর আমীর সাহেব আব্দুল্লাহ্ ওয়াগাস হাওযার সাহেব, মুবাল্লিগ ইনচার্জ জার্মানী হায়দার আলী যাফর সাহেব, জেনারেল সেক্রেটারী ইলিয়াস আহমদ সাহেব মাজুকা, নায়েব জেনেরাল সেক্রেটারী জারীউল্লাহ্ সাহেব মুবাল্লিগ সিলসিলা, ডক্টর আতহার যুবের সাহেব, আব্দুল্লাহ সাপরা সাহেব এবং সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া নিজের নিরাপত্তা বাহিনীসহ হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে করমর্দন করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। জার্মানী থেকে এঁরা হুযুর আনোয়ার (আই.) কে বিদায় জানাতে সফরসঙ্গীদের সঙ্গে এতদূর এসেছিলেন। অনুরূপভাবে বেলজিয়ামের মুবাল্লিগ মাননীয় মহম্মদ মাযহার সাহেব, আরসালান আহমদ, হাসীব আহমদ সাহেব, তৌসিফ আহমদ সাহেব, আসাদ মুজীব সাহেব এবং হাফিয এহসান সিকান্দর সাহেব, মুবাল্লিগ ইনচার্জ বেলজিয়াম হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর সঙ্গে করমর্দন করেন।

এরপর প্রোগ্রাম অনুযায়ী ৩টে ৪০-মিনিটে এখান থেকে ফরাসি বন্দর ক্যালাইসের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হয় এবং যখন হুযুর আনোয়ার (আই.) এবং তাঁর সফরসঙ্গীরা চ্যানেল ট্যানেলে এসে পৌঁছালেন, তখন বেলা সাড়ে পাঁচটা। জার্মানী থেকে যে সমস্ত সদস্য ও নিরাপত্তারক্ষীরা হুযুর আনোয়ার (আই. কে বিদায় জানাতে এসেছিলেন তারা সঙ্গেই থেকে যান। অনুরূপভাবে বেলজিয়ামের আমীর সাহেব, মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব মাননীয় এহসান সিকন্দর, আনোয়ার হোসেন সাহেব, নায়েব আমীর বেলজিয়াম, আসাদ মুজীব সাহেব, মুবাল্লিগ সিলসিলা ও জেনারেল সেক্রেটারী, মাননীয় আফযাল আহমদ সাহেব, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওসায়া এবং সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া মাননীয় তৌসিফ আহমদ সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.) কে বিদায় জানাতে এই স্থান পর্যন্ত সঙ্গে ছিলেন।

পাসপোর্ট ইমগ্রেশন এবং অন্যান্য নথির ছাড়পত্র পাওয়ার পর ৬টা ৪০ মিনিটে অভিযাত্রীদলের গাড়িগুলি ট্রেনে বোর্ড হয়। ট্রেন ৬টা ৫০ মিনিটে কালাইস থেকে ব্রিটেনের বন্দর উপকূলবর্তী শহর ডোভারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। প্রায় ত্রিশ মিনিট যাত্রাপথের পর ট্রেন চ্যানেল ট্যানেল অতিক্রম করে ডোভারে কাছে যুক্তরাজ্যের সীমানায় প্রবেশ করে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে যায়। প্রায় দশ মিনিট পরে ফ্রান্সের সময় অনুযায়ী সাড়ে সাতটা এবং ব্রিটেনের সময় অনুসারে সাড়ে ৬টার সময় গাড়িগুলি ট্রেন থেকে নামানো হয় এবং সড়ক পথে পুনরায় যাত্রা শুরু হয়।

যুক্তরাজ্যের নায়েব আমীর মনসুর আহমদ সাহেব, মুবাল্লিগ ইনচার্জ মাননীয় আতাউল মুজীব রাশেদ সাহেব, যুক্তরাজ্যের সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া সাহেবযাদা মির্যা ওয়াকাস আহমদ সাহেব, জামেয়া আহমদীয়ার পিন্সিপাল মির্যা নাসের আহমদ ইনাম, লন্ডনের এডিশিনাল ওকীলুল মাল মাননীয় মুবারক আহমদ যাফর সাহেব, ইখলাক আহমদ আঞ্জুম সাহেব এবং নিরাপত্তা বাহিনীসহ বিশেষ নিরাপত্তা অফিসার মেজর মাহমুদ আহমদ সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর স্বাগত জানাতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

লন্ডনের মসজিদ ফযলে পদার্পণ

প্রায় দেড় ঘন্টার সফরের পর রাত্রি আটটার সময় হুযুর আনোয়ার (আই.) লন্ডনের ফযল মসজিদে পদার্পণ করেন যেখানে জামাতের এক বিরাট সংখ্যক সদস্য হুযুর আনোয়ার (আই.) 'আহলাঁও ও সাহলাঁও ওয়া মারহাবা' ধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানান। মসজদি ফযল লন্ডনের বাইরের অংশকে সুসজ্জিত করে তোলা হয়েছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.) হাত তুলে সকলকে আসসালামো আলাইকুম বলেন এবং নিজের বিশ্রাম কক্ষের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

এই বরকতময় সফরে যে সমস্ত ব্যক্তি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন তারা হলেন:

হযরত সৈয়াদা আমাতুস সুবুহ সাহেবা (মাদ্দযিল্লাহুল্লাহ্ তা'লা),[হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সহধর্মীনি]

মুকাররেমান- মুনীর আহমদ জাভেদ (প্রাইভেট সেক্রেটারী), আবিদ ওহীদ খান (ইনচার্জ প্রেস ও মিডিয়া), সৈয়্যদ মুহম্মদ আহমদ নাসের (বিশেষ নিরাপত্তা বিষয়ক নায়েব অফিসার), নাসের আহমদ সাঈদ (নিরাপত্তা বিভাগ), সাখাওয়াত আলি বাজওয়া (নিরাপত্তা বিভাগ), খোয়াজা কুদ্দুস (নিরাপত্তা বিভাগ), মাহমুদ আহমদ খান (নিরাপত্তা বিভাগ), মুহসিন আওয়ান (নিরাপত্তা বিভাগ), মাহমুদ আহমদ খান (নিরাপত্তা বিভাগ), হামাদ মুবীন (প্রাইভেট সেক্রেটারী অফিস), আব্দুল মাজেদ তাহের (এডিশিনাল ওকীলুত তাবশীর, লন্ডন- সফর বৃত্তান্ত লিপিকার),

জামেয়া আহমদীয়া কানাডার দুই ছাত্র- আরসালান ওয়াড়াইচ এবং ফারখ তাহির এবং যুক্তরাজ্যের জামেয়ার ছাত্র মাশহুদ আহমদ খান, যিনি সেই সময় ওয়াকফে আরযীতে এখানে প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেবের অফিসে খিদমত করছিলেন।

এম.টি.এ ইন্টারন্যাশনাল ইউ.কে-র নিম্নোক্ত সদস্যবর্গ এই সফরের জুমার খুতবা, মসজিদ উদ্বোধন, প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে বৈঠকাদি, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাতকার এবং যাবতীয় অনুষ্ঠানের রেকডিং এবং জলসার সরাসরি সম্প্রচারের জন্য এই সফরে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 2 Thursday, 30 Nov, 2017 Issue No. 48

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/- (Per Issue : Rs. 6/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

মাননীয়, মুনীর আহমদ আউদ সাহেব, সফিরুদ্দীন কামার সাহেব, আদনানা যাহেদ সাহেব এবং সুলেমান আব্বাসী সাহেব।

এম.টি.এ দল ছাড়াও মাখযানে তাসাবীর বিভাগের ইনচার্জ মাননীয় আমীর আলীম সাহেবও এই সফরের অংশ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। জার্মানী থেকে ডক্টর আতহার যুবের সাহেব এই সফরে চিকিৎসক হিসেবে সঙ্গে ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন জার্মানীর আব্দুল্লাহ স্প্রা সাহেব। আল্লাহ্ তা'লা সকলকে এই সৌভাগ্য লাভ বরকতের কারণ করুন। আমীন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বেলজিয়ামে ২ ঘন্টার কম সময় অবস্থান করেছিলেন। এই সংক্ষিপ্ত অবস্থানই এখানকার স্থানীয় জামাতের সদস্য এবং বিশেষ করে আরব নও মোবাঈনদের গভীর ছাপ ফেলে আর তারা নিজেদের মধ্যে এক আধ্যাত্মিক পরিবর্তন অনুভব করেন। তারা হুযুর আনোয়ার (আই.) কে দেখার বাসনা পূর্ণ করেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন নওমোবঈনের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হল।

মহম্মদ আল গাযরুবী নামে মরোক্কোর এক ব্যক্তি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: হুযুর আনোয়ার (আই.) কে দেখে এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে অপরিমেয় আশিসলাভে ধন্য হয়েছি। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর পরিদর্শন আমাদের আধ্যাত্মিক পরিবর্তনেরও কারণ হয়েছে। এখানে বেলজিয়ামে অনেক আরব আহমদী রয়েছেন, কিন্তু তারা নিজেদের ব্যস্ততার কারণে হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর সঙ্গে সাক্ষাত লাভের সুযোগ পান না। হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর পরিদর্শনের ফলে তারা নিজেদের ব্যস্ততা থাকা সত্বেও দূর-দূরান্ত থেকে সাক্ষাতের জন্য এখানে একত্রিত হয়েছে। হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর এই আশিসময় সফর আমাদের জন্য আধ্যাত্মিক আহারের থেকে কোন অংশে কম নয়। তাঁর পুণ্যময় আগমণ আমাদের জন্য কতটা আশিস বয়ে এনেছে তা আমি বর্ণনা করতে পারব না। আল্লাহ্ করুন বেলজিয়ামেহুযুর আনোয়ার (আই.)-এর পায়ের ধুলো বার বার পড়ুক যাতে আমরা সমধিক হারে বরকত লাভ করতে পারি।

বশীর বিন খীলা আলজেরিয়ার একজন আহমদী। তিনি বলেন; আমি এবছর হুযুর আনোয়ার (আই.) এর সঙ্গে দুই বার সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছি। একবার জার্মানীর জলসায় আর একবার বেলজিয়ামে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সংক্ষিপ্ত অবস্থান কালে। হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর আগমণের ফলে প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ বিরাজ করছিল। বিভিন্ন জাতির মানুষের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়। আল্লাহ্ করুন হুযুর আনোয়ার (আই.) যেন বার বার বেলজিয়ামে আসেন আর আমরা বরকত লাভে ধন্য হতে থাকি।

আয়েশা মুযাফফর সাহেবা নামে এক ভদ্রমহিলা বলেন: আমি জার্মানীর জলসায় অংশ গ্রহণ এবংহুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত না করতে পারার কারণে খুবই বিচলিত ছিলাম। কিন্তু আমি এই সংবাদ পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠি যখন শুনি যে, হুযুর আনোয়ার (আই.) জার্মানী থেকে লন্ডন যাওয়ার সময়বেলজিয়ামেও অবস্থান করবেন। আমি হুযুর আনোয়ার (আই.) কে দেখার সুযোগ লাভ করেছি। আমার কাছে সব থেকে বড় আনন্দের বিষয় ছিল আমাদের প্রিয় ইমাম লাজনাদের হলঘরে এসেছিলেন। তাঁকে দেখ আমি অশ্রু সংবরণ করতে পারি নি।

তৌফিক জামুয়ী নামে মরোক্কা বংশোদ্ভুত এক ব্যক্তি বলেন: হুযুর আনোয়ার (আই.) কে দেখে আমি যারপরনায় আনন্দিত হই আর এটি আমাদের জন্য বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। এছাড়াও আমরা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নেতৃত্বে যোহর ও আসরের নামায পড়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

গাযলান আলবানস আলীম নামে আরেক মরক্কো বংশোদ্ভুত ভদ্রমহিলার তাঁর মায়ের প্রতিক্রিয়ার কথা জানাতে গিয়ে বলেন: আমার মা ২০১১ সালে বয়আত করেন আর এরপর কোন বছর যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা বাদ দেন নি। কিন্তু গত দুই বছরে অসুস্থতা এবং দুর্বলতার কারণে যুক্তরাজ্য এবং জার্মানীর জলসায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হন নি। এটি তাঁর জন্য বড়ই বেদনাদায়ক বিষয় যে, তিনি হুযুর আনোয়ার (আই.)-নেতৃত্বে নামায পড়তে পারছেন না। কিন্তু হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বেলজিয়াম আগমণ তাঁর জন্য অনেক বড় পুরস্কার ছিল আর তাঁর জন্য পরম আনন্দের মূহুর্ত ছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর মিশন হাউসে প্রবেশের পূর্বে আমার মাও অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে বাইরে প্রচণ্ড রৌদ্র ও গরমে নিজের প্রিয় ইমামকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করছিলেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর গাড়ি মিশন হাউসে প্রবেশ করা মাত্রই আমার মা আর তাঁর চোখের পানি আটকাতে পারেন নি। এরপর তিনি হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর নেতৃত্বে যোহর ও আসরের নামায পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। আমার মায়ের জন্য সব থেকে আনন্দের মূহুর্তটি ছিল হুযুর আনোয়ার (আই.) -হঠাৎই যখন লাজনা হলঘরে আগমণ করেন। সেই সময় কয়েকজন লাজনা ছাড়া প্রায় সকলেই আহারে ব্যস্ত ছিল। এই কারণে আমার মা খুব কাছে থেকে হুযুর আনোয়ার (আই.) কে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) সেখানে উপস্থিত অন্য এক লাজনাকে আমার মায়ের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে হুযুর আনোয়ার (আই.) কে জানানো হয় যে, তিনি প্রত্যেক বছর যুক্ত রাজ্যের জলসায় অংশ গ্রহণ করেন আর আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের কোন সুযোগ হাতছাড়া করেন না। কিন্তু গত দুবছর থেকে তিনি বেশ অসুস্থ যার কারণে জলসা বা অন্যান্য কোন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারছেন না। আপনার কাছে দোয়ার আবেদন করতে চান। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি তাঁকে চিনি। আমার মায়ের জন্য এটি বড়ই সৌভাগ্য ও আনন্দের মূহুর্ত ছিল। তাই হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর এই সফর তাঁর জন্য অত্যন্ত আশিসপূর্ণ ছিল এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার এবং দোয়ার আবেদন করার সুযোগ পেয়েছেন।

জিবরীল তুরে সাহেব যাঁর সম্পর্ক আইভোরি কোস্টের সঙ্গে, তিনি বলেন: হুযুরকে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। তাঁর নেতৃত্বে নামাযও পড়েছি যার ফলে আমার মধ্যে এক আ্যধাত্মিক পরিবর্তন এসেছে। এটিই একটি সুযোগ যেখান থেকে আমাদের লাভবান হওয়া উচিত। হুযুর আনোয়ার (আই.) কে দেখে মনে মধ্যে এক প্রশান্তি আসে। এই কারণে তাঁর পিছনে নামায পড়া অত্যন্ত কল্যাণকর হয়ে থাকে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রেও তা সহায়ক।

ঘানার মূসা হাসান সাহেব বলেন: আল হামদো লিল্লাহ, হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর আগমণে আমরা খুবই আনন্দিত। আমরা নিজেদের কর্মব্যবস্ততা ছেড়ে হুযুর আনোয়ার একত্রিত হয়েছি। তাঁর উপস্থিতিতে আমরা আহমদীরা খিলাফতের বরকত লাভে ধন্য হই। আমার কাছে আনন্দ প্রকাশ করার ভাষা নেই।

নাইজেরিয়ার উসমান মাতি সাহেব বলেন: আমি আল্লাহ্র কাছে কৃতজ্ঞ, কেননা হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর আগমণ আমাদের সকলের জন্য একটি বিরাট পুরস্কার। হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর নেতৃত্বে আমরা যোহর ও আসরের নামায পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমাদের সবসময় দোয়া করতে থাকা উচিত যে, তিনি যেন আমাদেরকে সব সময় সহজ সরল পথে পরিচালিত করেন। আমাদের ঈমানের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া। নামাযই আমাদের যাবতীয় সহায় সম্বল। এর মাধ্যমেই আমরা নিজেদের প্রকৃত স্রষ্টার আশ্রয়ে স্থান পেতে পারি এবং তাঁর কৃপারাজি অর্জনকারী হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে তাঁর কৃপা লাভে ধন্য করুন।

হাফিয আহসান সিকান্দর সাহেব, মুবাল্লিগ ইনচার্য, বেলজিয়াম বর্ণনা করেন: আল্লাহ্ তা'লার ফযলে নওমোবাঈনরা এখন আমাদের জামাতের সক্রিয় অংশে পরিণত হয়েছে। হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর সফরের প্রস্তুতির জন্য তারা পুর্ণোদ্দমে সাফাই অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছে। হুযুর আনোয়ার (আই.) ও তাঁর সফরসঙ্গীদেরকে ফ্রান্সের ক্যালাই বন্দর থেকে বিদায় জানিয়ে আসার পর প্রায় ৮টার সময় মিশনে ফিরে এসে দেখি, সমস্ত খুদ্দাম সাফাই অভিযান সম্পন্ন করে ফেলেছে আর চারজন নওমোবাঈন মিশন হাউসেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তারা বলেন, আমরা মিশন হাউসে আপনাদের ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিলাম। তারা বলেন, আমরা অপেক্ষা করছিলাম যে আপনারা ফিরে এসে আমাদেরকে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর 'তাবাররুক' দিবেন। তাদের মধ্যে একজন নওমোবাঈ সেই বোতলটি নিয়ে নেন যে বোতলে হযুর আনোয়ার (আই.) পানি পান করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি এটিকে বরকতের জন্য নিজের কাছে রাখব।

এইভাবে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর এই বরকতময় সফর আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপা ও আশিস নিয়ে অসাধারণ সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়। আলহামদোলিল্লাহ্ ।

[১৯শে অক্টোবর, ২০১৭, বদর (উর্দু)]

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohailah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir.